493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.com

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ১৭ সংখ্যা ঃ ২ ফাল্গুন-৮ ফাল্গুন , ১৪২০ ঃ ১৫-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪,Kolkata : 48th year Vol No.: 17, February 15- 21, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩ টাকা

আন্না হাজারে-তৃণমূলের নয়া সমীকরণ

লোকসভায় দাঁড়াতে পারেন মমতা

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে ঘটেছে নানা অভূতপূর্ব ঘটনা। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপন, বয়সী এই বৃদ্ধ গান্ধীবাদী নেতা কোনদিন কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু এবার তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশের বিভিন্ন জায়গায় মমতার সঙ্গে প্রচারে নামবেন তিনি। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আন্না হাজারে এবং দেশের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী লোকসভা নির্বাচনে কোনও একটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হন। বিশিষ্ট জনের আশা মমতা আসন্ন নির্বাচনে অন্যতম প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হলে

ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, সততায় আকৃষ্ট হয়েছেন প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারে। ৭৩ বছর পেরে অনেকেই বলেছেন, পাহাড় এবার মহম্মদের কাছে চলে আসবে। আরও একটি

এরপর পাঁচের পাতায়

রাহুলের চাপে প্রদীপকে সরিয়ে সভাপতি করা হল অধীরকে

নিজস্ব সংবাদদাতা: দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি পদে প্রদীপ ভট্টাচার্যকে বসিয়ে রেখে হাইকমান্ড, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে লোকসভার নির্বাচনে আসন সমঝোতার ব্যাপারে যে আশা করেছিল, তা আর সম্ভব নয়, বোঝার পর অধীর চৌধুরীকে সেই জায়গায় আনা হয়েছে। শেষ বার যখন কেন্দ্রীয়

মন্ত্রিসভায় রদবদল হয় তখনই মন্ত্রী হওয়ার জন্যে দিল্লিতে দরবার করেন প্রদীপ ভট্টাচার্য। এক সময় তাঁর সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাদ সাধেন স্বয়ং রাহুল গান্ধি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই সময় অধীর চৌধুরীকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। তার কারণ হল, প্রদেশ কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত। অনেকে নিজেদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নেই। বিভিন্ন জেলার সভাপতিদের বয়স ইতিমধ্যেই ৭০ পার হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোনও 'প্রোগ্রাম ' নেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। অথচ পশ্চিমবঙ্গে একটি মাত্র জেলা বহরমপুর ও তার আশেপাশে অঞ্চলে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে। বলাবাহুল্য এর পুরো

এরপর পাঁচের পাতায়

নেতাজী-সত্য উদ্ধারে কেউ প্রতিশ্রুতি দিলেন না

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

তিন দলের তিন ব্রিগেড সভাতেই নিজেদের ভাবমূর্তির ওপর জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক ও বাঙালি ভাবাবেগের প্রলেপ দিতে নেতাজীর নাম উচ্চারিত হল। দেশের নেতাজী অনুরাগী এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষের আশা ছিল হয়ত মমতা-মোদি-বামপন্থী নেতৃত্ব নেতাজী ফাইল উন্মোচনের ব্যাপারে সঠিক কোনও ঘোষণা করবেন বা অন্তত

মমতা-মোদি-মার্কসবাদীরা ব্রিগেড ভরালেও

দাবি করবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ভারতবর্ষের প্রথম অন্যতম কেলেঙ্কারি 'নেতাজী ফাইল লোপাট ও আজাদহিন্দ ফান্ড তছরূপ' সম্পর্কে কোনও নেতা-নেত্রী একবাক্যও উচ্চারণ করলেন না অথচ তাঁরা দিল্লি যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলে পরপর ব্রিগেড ভরালেন। দক্ষিণ পন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে নেতাজী ইস্যুতে কোনও তফাত খুঁজে পাওয়া গেল না।

তেলেঙ্গানা ইস্যুতে কয়েকজন সাংসদ লোকসভা প্রায় অচল করে দিতে পারলেও বাংলার তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে বাংলার জনপ্রতিনিধিরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন। সাম্প্রতিককালে তৃণমূলের কুণাল ঘোষ ও সুখেন্দু শেখর রায় নেতাজী সম্পর্কে সংসদে প্রশ্ন তুললেও আন্তরিকভাবে কোনও দল তার নেতা-নেত্রীরা এগিয়ে আসেননি। নেতাজীর তথাকথিত চিতাভস্মের ফেরিদার রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী এখন মুখ্যমন্ত্রীর ছায়াসঙ্গী। নেতাজীর ছবিতে বারংবার যাঁরা ভোট যুদ্ধে ব্যবহার করে থাকেন তাঁরাও আজ

এরপর পাঁচের পাতায়

পদত্যাগ করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় পদত্যাগ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নির্বাচনের আগে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বিধানসভায় জনলোকপাল বিল পাস করাবেন কিন্তু কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয় দলই আপত্তি করায় এদিন এই বিল বিধানসভায় পাস করানো সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে শ্রী কেজরিওয়াল বলেছেন, জনলোকপাল বিলের স্বার্থে তিনি ভবিষ্যতে হাজারবার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে রাজি আছেন। এরপর মন্ত্রিসভার বৈঠকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন, দলীয় কার্যালয় থেকে কর্মী ও সমর্থকদের পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

নির্বাচন ও বাজারের ভারসাম্য বজায় রাখলেন রেলমন্ত্রী

অনিমেষ সাহা

একদিকে জনমত আর অন্যদিকে বাজার অর্থনীতি, এই দুই পাশেই তাল ঠুকে রেলমন্ত্রী মল্লিকার্জুন খারগে এই অন্তরবর্তী রেল বাজেটে ইউপিএ-টু-এর 'আর্থিক সুধারের' শেষ পেরেকটুকু পুতলেন। বাড়ল না যাত্রী ভাড়া এবং পণ্য মাশুল। ভোটের ঘণ্টার সঙ্গে তাল রেখে সে রকম সাহস না দেখালেও তৈরি করলেন 'রেল ট্যারিফ অথোরিটি' অর্থাৎ টেলিকম ক্ষেত্রের 'ট্রাই' বা বন্দরের 'ট্যাম্প'-এর মতো রেলের ভাড়া কমানো বাড়ানোর বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হবে ওই বোর্ডের হাতে।

যেভাবে দিনের পর দিন রেল সুরক্ষাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দুর্ঘটনার বহর বেড়েছে তাতে যাত্রীভাড়া বাড়িয়ে আগামী দিনে রেল সুরক্ষার ওপর নজর দেওয়া হবে। তাই সরাসরি ভাড়া না বাড়ালেও 'প্রিমিয়াম ট্রেন'-এর মতো আধুনিক পরিষেবা সমেত উচ্চ মূল্যের ভাড়ার ট্রেনও নিয়ে আসা হবে। এই নতুন

দুইপাশে প্রতিমন্ত্রীসহ অন্তবর্তীকালীন রেলবাজেট পেশ করতে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মল্লিকার্জুন খারগে।

প্রিমিয়াম ট্রেনের ভাড়া যাত্রার দিনের যত কাছে আসবে ততই বাড়তে থাকবে। তাছাড়া ৭২টি নতুন ট্রেন এবং ১৭টি প্রিমিয়াম ট্রেনের ঘোষণার মধ্য দিয়ে এক নতুন দিশা দেখানোর চেষ্টা করলেন খার্গে। দিল্লি-মুম্বাইয়ের বিশেষ ট্রেন বা কাটরা ও বৈষ্ণোদেবীতে প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং অরুণাচল ও মেঘালয়কে রেলওয়ে মানচিত্রের মধ্যে নিয়ে আসাকে এক নতুন উদ্যোগ হিসেবে দেখছে সকলে।

তাছাড়া রেলের পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র এবং ২০১৫'র জন্য ফেড লোডিংয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১১০১

এরপর দশের পাতায়

কাজের খবর

কোস্টগার্ডে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়র

শুধুমাত্র অবিবাহিত তরুণদের নিয়োগ করা হবে।

যোগ্যতা:মাধ্যমিকসহ মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল অথবা ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৬০ শতাংশ নম্বরসহ ডিপ্লোমা। তপশিল প্রার্থী ও জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়দের নম্বরে ৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে।

বয়স:জন্মতারিখ ১ আগস্ট ১৯৯২ থেকে ৩১ জুলাই ১৯৯৬-এর মধ্যে হতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি: www.joinindiancostguard.gov.in ওয়েবসাইটের 'opportunities' লিঙ্কে ক্লিক করলে অনলাইন ফর্ম পাওয়া যাবে। এই ফর্মে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চলবে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে http:\\joinindiancostguard.gov.in/reprint.axpx-তে রোল নম্বর পরীক্ষার সময় ও তারিখসহ আবেদনপত্রটি দেখা যাবে। ওই আবেদনপত্রটির ৩টি প্রিন্ট আউট নিয়ে ২টি প্রিন্ট আউটে ছবি লাগিয়ে এবং স্বাক্ষর করে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। অন্য প্রিন্ট আউটটি প্রয়োজনীয় নথিসহ পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা দিতে হবে। এই নথির মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট, পলিটেকনিক ডিপ্লোমার সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট, অন্যান্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্রের জেরক্স কপি। কাছে অবশ্যই আসল শংসাপত্রগুলি রাখতে হবে। এছাড়া ১০ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবিও লাগবে। অবশ্য প্রার্থীকে ই-মেলে পরীক্ষার সময় ও তথ্য জানানো হবে।

কলকাতা পুরসভায় ইঞ্জিনিয়ার

কলকাতা পুরসভার ইলেক্ট্রিক্যাল শাখায় ৩৪ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হবে। মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের আন্ডারে এই বিজ্ঞপ্তির নম্বর ১৮২০১৪। নির্বাচিতদের মধ্যে থাকবে একটি তালিকা যাদের সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ করা হবে এবং অপর একটি তালিকা যেখান থেকে পরবর্তীকালে শূন্যপদ নিয়োগের জন্য ডাকা হবে।

শূন্যপদ: অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।

যোগ্যতা: ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি। একবছরের অভিজ্ঞতা এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ও লেভেল পরীক্ষায় পাশ করা থাকলে অগ্রাধিকার।

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার: ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা সহ একবছরের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স:১ জানুয়ারি ২০১৪-তে ১৮ থেকে ৩৭-এর মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিতপ্রার্থীরা নিয়ম অনুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

আবেদন পদ্ধতি: দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করবেন www.mscwborg ওয়েবসাইট থেকে। নিজের হাতে

এই ফর্মপূরণ করে দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় একটি পাসপোর্ট মাপের ফটো সেঁটে তার ওপর সই করবেন। ব্যাঙ্ক চালানের MSCs কপি ফিজ বাবদ ১৭০ টাকা জমা দিতে হবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে ০০৮৮০৫০০০৬৩২৩। ব্যাঙ্ক চালানের প্রিন্ট আউট পাবেন ওয়েবসাইট থেকেই। এছাড়া দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন বয়সের প্রমাণপত্র ও সমস্তরকমের শংসাপত্রের সেল্ফ অ্যাটেস্টেড জেরক্স। সাধারণ ডাকে অথবা নিজের হাতে দরখাস্ত পৌঁছাতে হবে এই ঠিকানায় SECRETARY, MUNICIPAL SERVICE COMMISION, 149 AJC BOSE ROAD, Kol-14. শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪। এই অফিসটি শিয়ালদহ-মৌলালির মোড়ের কাছে যুবকেন্দ্রের পাশে।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে আইন গ্র্যাজুয়েট

অবিবাহিত পুরুষেরা আইনে ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতক হলে আবেদন করতে পারবেন। নিয়োগ হবে সাব লেফটেন্যান্ট পদে।

বয়স: জন্মতারিখ ২ জুন ১৯৮৭ থেকে ১ জুন ১৯৯২-এর মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপ: উচ্চতা ১৫৭ সেমি.।

দৃষ্টিশক্তি: দূরের ক্ষেত্রে উভয় চোখে ৬/৬০, চশমা থাকলে ৬/৬ অন্য চোখে ৬/১২।

আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে দরখাস্ত করবেন www.nausenabharti.nic.in এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। অনলাইন দরখাস্ত পূরণ করার পর 'সাবমিট' করুন। এরপর দরখাস্তের দু'কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট এক কপি পাঠাবেন। সঙ্গে দেবেন একটি পাসপোর্ট মাপের সেল্ফ অ্যাটেস্টেড ফটো এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ও বয়সের

প্রমাণপত্রের জেরক্স সেল্ফ অ্যাটেস্টেড জেরক্স। এগুলি একটি খামের ভিতর ভরে খামের ওপর লিখবেন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন নম্বর-( ) অ্যাপ্লিকেশন ফর ল ক্যাডার, জুন ২০১৪ কোর্স, এ্যাডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন-( ), এগ্রিগেট পারসেনটেজ-( )। পাঠাবেন এই ঠিকানায় - পোস্ট বক্স নং-০৪, নির্মান ভবন, নিউ দিল্লি-১১০০১১। ২৭ ফ্রেব্রুয়ারির মধ্যে।

এয়ারফোর্সে এয়ারম্যান নিয়োগ উচ্চমাধ্যমিক পাশ পুরুষদের

র‍্যালি ১৬ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্যারাকপুরে

পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর, মালদহ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, কোচবিহার জেলার প্রার্থীরা এই পদের জন্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে ৪ এয়ারম্যান সিলেকশন সেন্টার এয়ারফোর্স স্টেশনে র‍্যালি হবে ১৬-১৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা থেকে। তবে বেলা ১০টার পর নাম নথিভুক্ত করা যাবে না।

যোগ্যতা: ৫০ শতাংশ নম্বরসহ উচ্চমাধ্যমিক। ইংরাজিতে কিন্তু ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতেই হবে।

বয়স: জন্মতারিখ ১৯৯৪-এর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৯৭-এর ৩১ মে'র মধ্যে হতে হবে।

শারীরিক সক্ষমতা: ১৫২.৫ সেমি. উচ্চতা হওয়া চাই। দৃষ্টিশক্তি বিভিন্ন পদের জন্য বিভিন্ন রকমের হবে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ৮ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়তে হবে।

র‍্যালিতে যাবার সময় কি কি নেবেন: ৭ কপি সাম্প্রতিক রঙিন পাসপোর্ট ফটো। ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড হাল্কা কালারের হতে হবে। সমস্ত পরীক্ষার শংসাপত্র, এনসিসি বা খেলাধূলার শংসাপত্র, নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ২৪ বাই ১০ সেমি. মাপের দুটি খাম। সমস্ত শংসাপত্রের সেল্ফ অ্যাটেস্টেড জেরক্স নেবেন। নিম্নলিখিত কনসেন্ট ফর্মটি পূরণ করবেন।

I,..... son/father/guardian of ..... whose date of birth is ..... do hereby give my consent for my self/son/ward to appear in the physical/medical tests, as prescribed for selection in the Indian Air Force, at my/his own risk.

I am aware that no compensation in any form shall be claimed, in respect of injuries if any, sustained by my self/son/ward, during such test.

Signature.....

.....Name of candidate/parent/guardian.....

Relationship with the candidate.....

Date

পরীক্ষা পদ্ধতি: শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষা হবে।

এই পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ টাইপের। জেনারেল নলেজ ও রিজিনিং বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে।

৪৫ মিনিটের পরীক্ষা। সিবিএসসি বোর্ডে সিলেবাস অনুযায়ী মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতায় উত্তীর্ণ হতে পারলে পরের দিন ইন্টারভিউ ও মেডিক্যাল টেস্ট হবে। ইন্টারভিউ হবে ইংরাজিতে, তবে কাজ চালানোর মতো ইংরাজি জানলেই হবে।

বেতন: ১৯,৪৭৫ টাকা। গ্রেড পে ২০০০ টাকা। সঙ্গে সাময়িক সার্ভিস নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতা।

অষ্টম শ্রেণি পাশদের জন্য খাদ্য তৈরির প্রশিক্ষণ

যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডাল্ট কন্টিনিউয়িং এডুকেশন বিভাগের উদ্যোগে অ্যাসোসিয়েশন অফ ফুড সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড টেকনোলজিস্ট এবং সুভাষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট অফ রিপ্রডাকটিভ বায়োলজি-এর উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হবে।

কোর্স শুরু হবে এপ্রিল মাসে। অষ্টম শ্রেণি পাশ হলেই ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। বয়সের কোনও ঊর্ধসীমা নেই। ক্লাস হবে শনি ও রবিবার। ফিজ ২০০০ টাকা। যারা ফাস্টফুড-এর ব্যবসা করেন কিংবা ছোট রেস্তোরা ধাবাতে খাবার তৈরি করেন অথবা ক্যাটারিং-এর কাজে যুক্ত তারা এই কোর্স করে নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়ে নিতে পারবেন এবং স্বপ্ন পুঁজিতে এধরনের ব্যবসা করতে চাইলে উপকৃত হবেন।

কেউ বিশেষ কোনও খাদ্য সামগ্রি আলাদাভাবে তৈরি করা শিখতে চাইলে তাকে আরও ২০০০ টাকা দিতে হবে।

সহজলভ্য বিভিন্ন উপকরণ থেকে কীভাবে নতুন ধরনের খাবার বানানো যায় এবং খাবারে পুষ্টি ও

স্বাস্থ্যের দিকে পুরোপুরি নজর রাখা যায় তাও শিখতে পারবেন এই কোর্সে।

ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এই কোর্সে প্রশিক্ষণে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে।

মহেশতলা পৌরসভা

যোগাযোগ - ২৪৯০-১৬৫১/৩৩৮৯

দীঘা - হলিডে হোম

হোটেল অমৃতা

(নিউ দীঘা, পূর্ব মেদিনীপুর)

৩টি সাধারণ ঘর সম্বলিত

এবং

সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে ২০০ শয্যা সম্বলিত অত্যাধুনিক হাসপাতালের নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে।

স্থানঃ- সন্তোষপুর গভঃ কলোনী, মোল্লারগেট, মহেশতলা, ২৪ পঃ (দক্ষিণ)

স্বাঃ দুলাল দাস

পৌরপ্রধান

মহেশতলা পৌরসভা

পুরকর মূল্যায়ন ত্রুটিমুক্ত করতে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা পুরসভা: এতদিন জানা যেতো বড়রা পুরকর ফাঁকি দেয় আর ছোটরা সততার সঙ্গে পুরকর মিটিয়ে দেয়। এখন জানা যাচ্ছে বড়দের সঙ্গে সঙ্গে ছোটরাও পুরকর ফাঁকি দিচ্ছে। বড়দের সঙ্গে ছোটদের পুরকর ফাঁকি রুখতে পুর মহাধ্যক্ষ খলিল আহমেদ এবার 'ইনফরমেশন ইনস্পেকশন বুক' ডিজিটাইজেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়ায় গতি আনা হয়েছে। ছোট ও মাঝারি বাড়ির ক্ষেত্রে পুর তথ্যানুসারে, মহানগরে নথিভুক্ত করদাতার সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ। পুর প্রশাসনের নজরে এসেছে বাস্তব চিত্রের সঙ্গে এই করদাতাদের তথ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। পুর আধিকারিকরা প্রতি ছ'বছর অন্তর শহরের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রতিটি বাড়ির যাবতীয় তথ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সংগ্রহ করে। কিন্তু বাড়িতে যাওয়া এই আধিকারিকদের একাংশই পুররেকর্ডে নথিভুক্ত তথ্যে কারচুপি করেন। বাড়ির কর্তাগিন্নিদের সঙ্গে রফা করে বাড়ি সংক্রান্ত জলমেশানো তথ্য 'ইনসেপকশন বুকে' লেখেন। পুর আধিকারিকেরা বাড়ির 'প্রেমিসেস নাম্বার' ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাড়িটি ক'তলা, বাড়িতে ক'টি ঘর রয়েছে, মেঝে কী ধরনের অর্থাৎ সাধারণ মেঝে নাকি মোজাইক নাকি মার্বেল বসানো, বাড়িটি আবাসিক নাকি বাণিজ্যিক বাড়ি, বাড়িতে দোকান ঘর রয়েছে নাকি অফিস ঘর রয়েছে, বাড়িতে যদি ভাড়াটে থাকে তবে ক'জন ভাড়াটে আছে। কারণ, কর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ার সংখ্যা এবং ভাড়ার অঙ্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। পুর আধিকারিকরা প্রতি ছ'বছর অন্তর অন্তর ইনফরমেশন ইনস্পেকশন বুকের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ঘটান। নগরের প্রতিটি রাস্তা ভিত্তিক বাড়ি অনুসারে প্রায় সাত লক্ষ পাতায় বিবিধ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘরের সংখ্যার সঙ্গে আইবি'র তথ্য মিলছে না। প্রশাসন পুর তথ্যে লিপিবদ্ধ বাড়িতে আছে পাঁচটি ঘর। গিয়ে তদন্তে গিয়ে দেখা গেল বাড়িতে রয়েছে আটটি ঘর।

নথিভুক্ত ভুল তথ্যের ভিত্তিতেই তো পুরকর নির্ধারিত হয়। ফলে কর সংগ্রহে পুরসভা মার খাচ্ছে। সেইজন্যই পুর মহাধ্যক্ষ সংগৃহীত তথ্যে এই বিকৃতি ধরতে 'ইনস্পেকশন বুক ডিজিটাইজড' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আবার বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত বাড়িতে ভাড়াটের সংখ্যাও কম করে উল্লেখ করা হয়েছে বাড়ি মালিকের সঙ্গে সমঝোতায়। পুর প্রশাসন সূত্রে খবর, এই প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় এক কোটি টাকা।

বারুইপুরে পলিটেকনিক কলেজ

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, বারুইপুর: ৯ ফেব্রুয়ারি শনিবার বিকেল ৪টায় উদ্বোধন হল বারুইপুর সরকারি পলিটেকনিক কলেজের। ২০১২-র ১৭ জানুয়ারি এই কলেজের শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

উদ্বোধক রাজ্য বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি কারিগরী শিক্ষামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী, সোনারপুর (উত্তর) বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, মল্লিকাপুরের পঞ্চায়েত প্রধান হাবিবুল রহমান। বারুইপুরের মহকুমা শাসক পার্থ আচার্য।

মন্ত্রী শ্রী বিশ্বাস বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে হারে ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দেয়ার পরিমাণ উচ্চমাধ্যমিকে অনেক কমে যায়। তার মুখ্য কারণ অর্থাভাব। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক পেশার দিশা দেখানোর জন্যে মাত্র ২ বছরের মধ্যে ৮.৫ একর জমিতে এই পলিটেকনিক কলেজ তৈরি হয়েছে। আপাতত এখানে দুটি মাত্র বিষয় রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল। ইলেকট্রিক্যালে পাঁচটি ও মেকানিক্যালে ১২ টি ল্যাবরেটরি রয়েছে।

১২০টি আসনের মধ্যে এখনও অবধি ১০৭জন ভর্তি হয়েছে। কলেজের ক্লাসরুম ৩৫টি। নির্মাণ খরচ ২০ কোটি টাকা। বিমানবাবু বলেন, বিরোধীরা এই বলে গলা ফাটাচ্ছেন যে বিভিন্ন জায়গায় শিলান্যাস হচ্ছে কিন্তু কাজ হচ্ছে। আমি আজকে তাদের বলব, এখানে এসে দেখে যান মাত্র ২বছরের মধ্যে কত সুন্দর কলেজ তৈরি হয়েছে।

রাজীব খান্নার একক চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার গ্যালারি গোল্ডে রাজীব খান্নার একক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। যেখানে শিল্পীর আঁকা ২৫টিরও বেশি ছবি আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, কৃষ্ণের দশাবতার, কৃষ্ণের গোচারণ নানারূপে মা দুর্গা এবং ছুটন্ত ঘোড়ার নানান ছবি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি ছবি শিল্পীর অপরূপ তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কৃষ্ণের দশাবতার ও মা দুর্গার ছবিগুলি সত্যই অনবদ্য। এই প্রদর্শনীটি বিশিষ্ট শিল্পপতি আরপি গোয়েঙ্কার স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়া, বিখ্যাত চিত্রকর ওয়াসিম কাপুর, গ্যালারি গোল্ডের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেনকো গোল্ডের এম.ডি. শংকর সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্যালারির কিউরেটর রেশমি চ্যাটার্জিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

মৎস্যজীবীদের অনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বাঘ ও কুমিরে হানায় হতাহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে অনশনে করলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিসারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের ৫০০ জন মৎস্যজীবী।

গোসাবা ব্লকের বিডিও-র অফিসের সামনে অনশন বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তারা। অ্যাসোসিয়েশনের গোসাবা লোকাল কমিটির সম্পাদক চন্দন শাসমল বলেন, সুন্দরবন লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকায় হাজার হাজার পরিবার কোনও উপায় না থাকায় জীবন বিপন্ন করে সুন্দরবনের নদীতে কাঁকড়া, মীন, মধু সংগ্রহ করতে যায়। আর এই কাজ করতে গিয়ে প্রায়শই বাঘ ও কুমিরের আক্রমণে মুখোমুখি পড়তে হয় তাদের। যারা প্রাণে বেঁচে যান তাদের অঙ্গহানি হয় অথবা পঙ্গু হয়ে থাকতে হয়।

প্যালেস্টাইনীকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ভারতের সমস্ত মানুষকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সমর্থনের জন্য আহ্বান জানাই। ক্যানিং থানার বাসস্ট্যান্ডে অল ইন্ডিয়া এসইউসিআই-এর একটি অনুষ্ঠানে একথা বললেন প্যালেস্টাইন জনগণের প্রতিনিধি মোঃ এইচ আই ইব্রাহিম। ওইদিন তাঁকে এসইউসিআইয়ের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

মৎস্যজীবীদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: বাঘ কুমিরের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত প্রকল্পগুলিকে রূপায়ণ করতে রাজ্যের মন্ত্রী থেকে আধিকারিকরা তৎপর হয়ে উঠেছেন। দ্রুতগতিতে চলছে 'জল ধরো, জল ভরো' প্রকল্পের কাজ। সেচের জন্য খাল খনন করে জল সংরক্ষণের কাজও চলছে।

সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা বলেন, তাছাড়া বাঘ ও কুমিরে আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরি এবং তাদের সন্তানদের পড়াশুনোর জন্য আর্থিক সাহায্য করছে রাজ্য সরকার।

বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ

প্রোঃ মৃৎশিল্পী কমলেশ পাল

এখানে সমস্ত রকমের ঠাকুরের প্রতিমা খুচরো ও পাইকারী পাওয়া যায়। বিদ্যাধরী কলোনী (কারগিল পাড়া)

ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মোবাইল- ৯৫৬৪১১৪০৯৩

কন্যাশ্রী প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারীবিকাশ ও সমাজকল্যাণ দপ্তর

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল রাজ্যের কন্যা সন্তানদের শিক্ষার মান উন্নত করা ও তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা

এই প্রকল্পের আওতায় দু ধরনের আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে

(১) বার্ষিক ৫০০ টাকা বৃত্তি

(২) এককালীন ২৫,০০০ টাকার অনুদান

এই সুবিধা কারা পাবে

- বার্ষিক বৃত্তি ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সি অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য, যারা সরকার স্বীকৃত নিয়মিত বা সমতুল্য মুক্ত বিদ্যালয় বা সমতুল্য বৃত্তিমূলক/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরতা
- এককালীন অনুদান প্রযোজ্য তাদের জন্য, যারা ১৮ বছর বয়সেই আবেদন করেছে / বা নাম নথিভুক্ত করেছে কোনও সরকার স্বীকৃত নিয়মিত / বা মুক্ত বিদ্যালয়ে / কলেজে
- ১৮ বছর বয়সি মেয়েরা যারা কোনও বৃত্তিমূলক / কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা কোনও স্বীকৃত খেলাধূলার সঙ্গে যুক্ত বা জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট ২০০০-র অধীনে স্বীকৃত কোনও হোমের আবাসিক। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর জন্ম ১লা এপ্রিল ১৯৯৫ বা তার পরে হওয়া প্রয়োজন এবং আবেদন করার দিন তার বয়স ১৮ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে হওয়া আবশ্যিক
- আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক আয়, অনধিক ১ লাখ ২০ হাজার টাকা
- আবেদনকারী যদি পিতা-মাতাহীন / বা শারীরিক ভাবে অসমর্থ (অক্ষমতা ৪০% বা তার বেশি) / বা জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট ২০০০, অধীন স্বীকৃত হোমের আবাসিক হলে বার্ষিক পারিবারিক আয়ের সীমা প্রযোজ্য নয়

'কন্যাশ্রী'-র আবেদনপত্র পাওয়া যাবে

- সমস্ত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা
- সকল মহকুমা শাসক ও ব্লক আধিকারিকের কার্যালয়
- সমাজ কল্যাণ বিভাগের কমিশনারের দপ্তর, বিধাননগর
- কোলকাতা পুরসভার কার্যালয়

বিশদ তথ্য জানতে - www.wbkanyashree.gov.in অথবা যোগাযোগ করুন সমাজ কল্যাণ বিভাগের কমিশনারের দপ্তর / এসডিও ও বিডিও দপ্তর / কলকাতা পুরসভার কার্যালয়

প্রদীপকে সরিয়ে সভাপতি করা হল অধীরকে

প্রথম পাতার পর

কৃতিত্ব অধীর চৌধুরীর ওপর বর্তায়।

তৃণমূল কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি পক্ষ থেকে বার বার অধীর চৌধুরীকে সমাজবিরোধী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সিপিআই(এম) এবং তৃণমূল কংগ্রেস-উভয়ের আমলে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সেই চেষ্টা বিফলে গিয়েছে। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে যখন মামলা রুজু করা হয়েছে, তখন কেন্দ্রীয় সরকারে পক্ষ থেকে আইনগতভাবে তার মোকাবিলা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অন্যদিকে অধীর চৌধুরী কিছুতেই (একান্ত প্রয়োজন না হলে) কলকাতায় বিধানভবনে, প্রদেশ কংগ্রেসের দফতরে আসতে চাইতেন না।

একবারই এই প্রতিবেদককে তিনি বলেছিলেন, ওখানে প্রতিটি তলায় আছে নানা রকমের হাতছানি, তাই ওখানে যেতে চাই না। তাছাড়া হয়ত রাজনীতিতে সাফল্য পাওয়ার জন্যে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রথম সারির অনেকেই ওঁকে ঈর্ষা করতেন এবং চাইতেন না তিনি সেখানে যান।

যখন একের পর এক কংগ্রেস কর্মী-নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছিলেন তখনও একদল স্বার্থান্বেষী বলতেন, প্রদীপ ভট্টাচার্যের মতো ভালো মানুষ মাথার ওপর আছেন বলেই, আজও মানুষ কংগ্রেস সমর্থন করেন। অতি সম্প্রতি দিল্লিতে রাহুল গান্ধি অতি সক্রিয় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের পট পরিবর্তনের মানচিত্র তৈরি করে ফেলেন। তখনই নির্ধারিত হয়ে যায় প্রদীপ ভট্টাচার্যের ভাগ্য। রাহুল গান্ধি বুঝতে পারেন আর কাল বিলম্ব না করে অধীর চৌধুরীকে প্রদেশে কংগ্রেসের সভাপতি পদে না বসালে যে ছ'টি লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীরা রয়েছেন সেই আসনগুলিও হাতছাড়া হয়ে যাবে। একই মত পোষণ করেছেন কংগ্রেস সভানেত্রীও।

এই অবস্থাতেও রাজ্যের কেউ কেউ প্রদীপ ভট্টাচার্যের জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁদের সেই আব্দার ধোপে টেঁকেনি। ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে সোমেন মিত্র (অধীর চৌধুরীর রাজনৈতিক গুরু) কংগ্রেসের যোগ দেওয়ায় অনেকটা জোর পেয়েছেন বহরমপুর রবিন হুড।

তাই বর্তমানে অনেক কংগ্রেস নেতাই অধীর চৌধুরীর হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্ব নেওয়ার পরে শ্রী চৌধুরী বলেন, তৃণমূলের হাতে সারদার টাকা আছে। কে ডি সিংয়ের টাকায় রাজ্যসভায় ভোট কিনেছে কিন্তু একথাও ঠিক তৃণমূল এখন ভয় পেতে শুরু করেছে। যাদের এতো অর্থবল তারা আমাদের কর্মীকে খুন করছে কেন? তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস এখনও সাইনবোর্ড হয়ে যায়নি। তাঁর দাবি, তৃণমূল ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া দল উঠে যাবে। কংগ্রেসের দুঃসময় আসতে পারে। কিন্তু তৃণমূল পরাজিত হলে দলটাই উঠে যাবে।

লোকসভায় দাঁড়াতে পারেন মমতা

প্রথম পাতার পর

পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যে তার চূড়ান্ত প্রভাব পড়বে।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্দেশে মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত গ্রাম রালেগাঁও সিদ্ধিতে গিয়ে আন্নার সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক মুকুল রায়। সূত্রের খবর, আগামী মঙ্গলবার দিল্লিতে মমতার সঙ্গে আন্না হাজারের বৈঠক হবে। ইতিমধ্যেই অন্যান্য রাজ্যে কোথায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেওয়া হবে সে নিয়েই জোর তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি ফেডারেল ফ্রন্ট গড়ার জন্য মমতা যে ডাক দিয়েছেন, তা নিয়েও জোর তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেন অথবা নির্বাচনের পরে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বভার কার বা কাদের ওপর বর্তাবে। এবিষয়েও অত্যন্ত গোপনে বেশ কয়েক প্রস্থ আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উঠে এসেছে সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অমিত মিত্র সহ বেশ কয়েকজনের নাম। এধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে রাজ্য প্রশাসনেও তুমুল চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে আন্না হাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনী সভায় অবতীর্ণ হবেন, একথা জানার পর ঘুম ছুটে গিয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপির। মূলত পুরো বিষয়টি নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে বিজেপির কপালে। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছেন, বিজেপি কোনও অবস্থাতেই সাংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য 'ম্যাজিক ফিগার' অর্জন করতে পারবে না। পক্ষান্তরে কংগ্রেস যে এবার একেবারে তলানিতে পৌঁছে যেতে পারে তা প্রায় নিশ্চিত। তাই কংগ্রেস চাইছে, বিজেপিকে ঠেকাতে প্রয়োজনে মমতাকে প্রধানমন্ত্রী করে বাইরে থেকে সমর্থন দেবে। এমতাবস্থায় নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে চলছে তুমুল জল্পনা কল্পনা। তবে একথাও ঠিক, আজ যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে আগামী কাল তা অনেকক্ষেত্রেই পাল্টে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কি হবে তার উত্তর বোধ হয় কারোরই জানা নেই।

কেউ প্রতিশ্রুতি দিলেন না

প্রথম পাতার পর

আলিমুদ্দিন ঘনিষ্ঠ কমিউনিস্ট। যাঁরা আজও নানা ছোটখাটো ব্যাপারে নেতাজীর 'ভুল' ধরতে পেরে আনন্দ পান। নেতাজীর 'দল'এর দাবিদারদের নেতাজীর ব্যাপারে সর্বাত্মক আন্দোলনের কর্মসূচী তথাকথিত নীচুতলার কর্মীরা চাইলেও কিছু নেত্রী স্থানীয় ব্যক্তির অনীহা আজ তাদের দলের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সত্যান্বেষী নেতাজী অনুরাগীদের নানা উদ্যোগ কর্মসূচীর পাশে প্রতিনিধি স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলি সঙ্গে থাকছেন না। সাম্প্রতিককালে 'কলকাতা বিবেক' সংস্থা 'নেতাজী কেন ঘরে ফেরেননি' এই দাবিতে দক্ষিণ কলকাতায় এক দীর্ঘ অরাজনৈতিক র‍্যালি করে। বাংলার মানুষের কণ্ঠস্বর দিল্লি অবধি পৌঁছবে তা নেতাজী অনুরাগীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। আগামী দিনে দিল্লির যন্তর মন্তরে শীঘ্র এমন র‍্যালি হোক বলে কিছু নেতাজী অনুরাগী সংগঠন প্রতিবেদককে জানিয়েছেন।

মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর: মুর্শিদাবাদ জেলার মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবছর ৫৮৫ জন বাড়ল। মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বিমলেন্দু পান্ডে বলেন, এবছর মুর্শিদাবাদ জেলার মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ১২ হাজার ৯৩৭ জন। গত বছর ছিল ১২ হাজার ৩৫২ জন। এবছর ৪.৭ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে।

গ্রাহক হোন

আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সত্বর যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে।

৮০১৩৫২৩০৯৫

আগুনে ভস্ম ১০৮ বছরের নসিপুরের আখড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর: রসুইখানার আগুনে পুড়ে গেল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথ দেবজির মন্দির। লালবাগ মহকুমার মানুষরা মন্দিরটিকে নসিপুর আখড়া নামেই চেনেন। ঘটনার দিন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ওই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। দমকলের দুটি ইঞ্জিনের আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

এই মন্দিরের মহন্ত জানিয়েছেন, ওই ভয়াবহ আগুনে প্রাচীন স্থাপত্য-সহ বেশকিছু দেব-দেবীর মূর্তি পুড়ে গিয়েছে।

১০৮বছর আগে ১৭৬৮ সালে রাজস্থান নিবাসী রামানুজ স্বামীর বংশধর অনন্ত দাস মহারাজ এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরের মূল আকর্ষণ হল রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ সহ প্রাচীন ভাস্কর্য, বহুমূল্য মূর্তি।

রাজপুতনার ভাস্কর্যের টানেই মূলত নসিপুরের আখড়ায় ভিড় করেন পর্যটকেরা।

ছাত্র ভর্তির দাবিতে আটক প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর: ছাত্র ভর্তির দাবিতে প্রধান শিক্ষককে দীর্ঘক্ষণ ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল সমর্থক বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নওদা থানার পাটিকাবাড়ি হাইস্কুলে। টানা তিন ঘণ্টা ঘেরাও চলে। ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির আশ্বাস দিলে ঘেরাও ওঠে। নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সহ-সভাপতি এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা শাজাহান শেখ বলেন, ভর্তি না নেওয়ায় এলাকার পড়ুয়ারা পড়াশুনো করতে পারছে না। তাই তাদের কথা ভেবেই এই ঘেরাও এবং বিক্ষোভ।

২০১৩-তে শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা পুরসভা: কলকাতা মহানগরীর পুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়ন ঘটছে। গত ২০১৩ বর্ষে শহরে পজিটিভ ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী ছিল ২৩৮ জন। সেখানে বিগত ২০১২ বর্ষে শহরে পজিটিভ ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগী ছিল ১৮৫২ জন। ২০১২-তে ডেঙ্গিতে শহরে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল দুই। সেখানে ২০১৩-তে তা শূন্যে নামিয়ে আনায় সাফল্য লাভ করেছে।

তবে শহরের পাঁচটি ওয়ার্ডে ২০১২-র তুলনায় ২০১৩-তে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬ নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্তের সংখ্যা এক থেকে বেড়ে চার হয়েছে। ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে দুই থেকে বেড়ে নয় হয়েছে। ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে চার থেকে বেড়ে পনেরো হয়েছে আর ১৩০ নম্বর ওয়ার্ডে দুই থেকে বেড়ে ছয় হয়েছে। তবে শহরের ২০টি ওয়ার্ডে ২০১২-র তুলনায় ২০১৩-তে আক্রান্তের সংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে।

আরএসপি-র কিষাণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গোসাবা থানার কাছারি মঞ্চে আরএসপি-র সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণসভার ২৩ তম রাজ্য সম্মেলনে প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সমাবেশে আরএসপি-র রাজ্য সম্পাদক ক্ষিতি গোস্বামীর কংগ্রেস ,তৃণমূল ও বিজেপির কিষাণ বিরোধী কাজের তীব্র সমালোচনা করলেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের দুর্নীতির জন্য কৃষকেরা চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন। তারা দেশকে বিদেশি পুঁজির কাছে বেচে দিচ্ছে। তার ফলে তেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দায় বামফ্রন্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। অপরদিকে বিজেপি ক্ষমতায় এলে দেশ আবার রক্তাক্ত হয়ে উঠবে।

তাই দিল্লিতে এমন একটা সরকার হওয়া উচিত যা ধর্মনিরপেক্ষ সরকার। আমাদের ভুল ত্রুটি শোধন করে এগোতে হবে। এদিন আরও বক্তব্য রাখেন , কৃষাণ সভার রাজ্য সম্পাদক অমর চৌধুরী এবং সভাপতি অমল কর্মকার।

Government on West Bengal
Office on the Sub-Divisional Controller
Department of Food & Supplies, Alipore (S), South 24 Parganas
New Administrative Buinding, 6th Floor
Alipore, Kolkata-700027

ADVERTISEMENT

Application are invited from intending Self Help Groups/Registered Co-Operative Societies/Semi Govt. bodies/individuals/group on individuals as an entity for filling vacancy on dealership at Budge Budge Municipality area, Ward No. 13, DDRC Road and Kapali Para 1st Lane, Ward No. 18, Budge Budge Municipality under Alipore Sub - Division, District South 24 Parganas. If the applicant be individuals (S), he/she/they should by permanent resident of the concerned Sub - Division. While selecting suitable (Maintenance & Control) order, 2013, preference may be given Self Help Groups.

For further details, including eligibility criteria, contact the office of the S.C.F&S, Alipore. Last date for submission of application in prescribed proforma 13/03/2014 upto 5:00 P.M.

Sd/-
Sub-Divisional
Controller (F&S), Alipore (S)
South 24 Parganas, Alipore

১৪৯ (২)/ জে.ত.স.দ /২৪ পরঃ(দঃ)/১১.০২.১৪

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১৫ ফেব্রুয়ারি-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

উচ্চশিক্ষা: নিয়োগ তদন্তে অনীহা কেন ?

বাম আমলের শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে দ্রুত তদন্ত জরুরী। শিক্ষাজগতের পবিত্রতা বারংবার কলুষিত হয়েছে বিগত রাজ্য সরকারের আমলে। একদা বিদ্যাসাগর, রামমোহন, নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অসংখ্য মনীষির জ্ঞানের আলো বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনাকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছিলেন।

একচেটিয়া দলতন্ত্র, নিম্ন মেধার নিয়োগ এবং সংকীর্ণমনা বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির নানা বিদ্যানিকেতন ক্রমশ লালীকরণ-এর ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। দেশাত্মবোধহীন, জড়বাদী এক শ্রেণির বামমার্গী ব্যক্তি বামফ্রন্টের নানা ফ্রন্টের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীর তকমা নিয়ে বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত দাপিয়ে বেরিয়েছেন, সেই সব 'বাম বুদ্ধিজীবীরাই' রবি ঠাকুর, বিবেকানন্দ, নেতাজীকে নানা ভাষায় সমালোচনা করেছেন, নানা অপবাদ দিয়েছেন এবং দেশের যুব সমাজকে দেশাত্মবোধহীন, শ্রদ্ধাহীন পণ্ডিতমন্য নাগরিকে রূপান্তরের অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন। শিক্ষা প্রাঙ্গণ স্কুলকে রাজনীতির আখড়া বানানোর কৃতিত্ব বামজমানাকেই দিতে হবে।

টেট কেলেঙ্কারির যে গল্পকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বামবুদ্ধিজীবীরা প্রচার মাধ্যমে প্রচার করছেন, তার চেয়ে অনেক বড় কেলেঙ্কারি দিনের পর দিন বাম রাজত্বে ঘটেছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকতার চাকরিতে। দলবদলের খেলায় আজ অনেক এপক্ষ ওপক্ষ সবপক্ষ হয়েছে। তবু বাম আমলের যোগ্য শিক্ষিত বঞ্চিত ব্যক্তিরা সারাজীবনেও ভুলতে পারবেন না কমিউনিস্ট আমলের নিয়োগের নিষ্ঠুর নির্মমতাকে।

আলিপুর বার্তা পত্রিকার দফতরে এসেছে সদ্য প্রয়াত পরমাণু বিজ্ঞানী অভি দত্ত মজুমদারের একটি টিম ওয়ার্কের রিপোর্ট। প্রয়াত বিজ্ঞানী রাজ্যে পরিবর্তনের আগে শিক্ষা নিয়ে যা অনিয়ম হয়েছে বা মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে তার পরিসংখ্যান তথ্য ও রিপোর্ট তুলে এনেছিলেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন বিভাগে কীভাবে কাদের প্রভাবে রাজনৈতিক ক্যাডাররা চাকরি পেয়েছেন তার দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। নতুন সরকার অ্যাকাডেমিক অডিটের কথা বলার পর তেমনভাবে এগোতে পারছেন না কেন তা রহস্যময়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বামজমানার বঞ্চিতদের ক্ষোভ বয়সের যে ছাড় ঘোষণা করেছিলেন রজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর সেকথা মান্য করেননি। গ্রুপ এ-তে চাকরি প্রার্থীদের ক্ষুধা কি গ্রুপ-বি ও সি-এর তুলনায় কম হয়? উচ্চশিক্ষা দফতরের নির্লিপ্তভাব, পরিবর্তনকামী সরকারের তৎপর ভাবমূর্তির প্রতি অবিচার করছে। অগণিত শিক্ষা শহিদদের প্রতি রাজ্য সরকার আশা করি এবার সুবিচার করবেন।

অমৃতকথা

১৭৪। পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজ গজ করে সেই রকম বদ্ধজীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়, বিষয় বাসনা তাদের ভেতর গজ গজ করছে। বিষয়ই তাদের ভাল লাগে, ধর্মকথা ভাল লাগে না।

১৭৫। বদ্ধজীব যদি তীর্থে যায়, নিজে ঈশ্বর চিন্তা করবার অবসর পায় না, কেবল পরিবারদের পুঁটলি বইতে বইতেই প্রাণ যায়। ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে কেবল ছেলেটাকে গড়াগড়ি দেওয়াতে আর চরণামৃত খাওয়াতেই ব্যস্ত।

১৭৬। মুমুক্ষুজীব যারা সংসার-জাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে চেষ্টা করছে।

১৭৭। যারা সংসার-জাল থেকে পালাতে পারে তারাই মুক্তজীব।

১৭৮। পানকৌটী জলে থাকে বটে, কিন্তু তার গায়ে জল লাগে নায্য মুক্ত পুরুষেরাও সেই রকম।

১৭৯। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে বটে, কিন্তু পাঁক তার গায়ে লাগে না। মুক্ত পুরুষেরাও সেইরকম।

১৮০। ধ্রুবও প্রহ্লাদ প্রাতে-তোলা মাখনের মতো উৎকৃষ্ট ছিল। বেলাতে মাখন তুললে তেমন ভাল হয় না। অনেক বয়সে সাধনা করলে সেই রকম পবিত্র হতে পারে না।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

ফরোয়ার্ড ব্লক-আরএসপি এখন গভীর অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

বর্তমানের বামফ্রন্টের শরিক দল গুলির অবস্থা এতই করুণ যে, যে কোনও দিন তাদের ঝাঁপ গুটিয়ে নিতে হতে পারে। প্রথমেই আলোচনা করা যাক, ফরোওয়ার্ড ব্লককে নিয়ে। তারা চিঠিপত্রের সব জায়গাতেই দলের নাম লেখেন 'অল ইন্ডিয়া ফরোওয়ার্ড ব্লক'। অর্থাৎ এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। যদিও একটি রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেতে আরও কতকগুলি নিয়মনীতি মানতে হয়। এই মুহূর্ত ফরোয়ার্ড ব্লক যে ধরনের গভীর সংকটে পড়েছে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ বের করা মুশকিল! দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যসভা এবং লোকসভার দৌলতে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীরা দিল্লিতে যে বাড়িতে থাকতেন সেখানেই তাদের দলের দিল্লি অফিস করা হত। দলের নেতা, কর্মীরা অনেকসময়-সেখান থেকে সর্বভারতীয় পর্যায়ের কাজগুলি করতেন। কিন্তু এই মুহূর্তে দলের সাংসদ বরুণ মুখোপাধ্যায়ের রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে মেয়াদ ফুরানো অপেক্ষায়। তারপর তাদের দলের দিল্লিতে আর কোনও অফিস থাকবে না। স্বাভাবিকভাবেই এমন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ফরোয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় অবস্থান থাকবে তো? সম্প্রতি দলের নেতৃত্বের মনে হয়েছে দিল্লিতে একটা স্থায়ী আস্তানা থাকা দরকার। বাড়ি তৈরির জন্য হঠাৎ তাদের ঘুম ভেঙেছে। জমি খোঁজার জন্য কর্মীদের মধ্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এতদিন তারা কি করছিলেন ? হিসেবে থাকার সুবাদে বিভিন্ন দিক থেকে জমা পড়া লেভি'র টাকার পরিমান হিসেব করে দেখলে অনেকের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও কলকাতায় একটা স্থায়ী ঠিকানা থাকলেও দিল্লিতে এতদিন কিছু করা সম্ভব হয়নি। খবরে আরও প্রকাশ, ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রট তথা ফরোওয়ার্ড ব্লক পরাজিত হওয়ার পরে কলকাতায় দলের অফিসের একটাতলা কোনও ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। যদিও এই সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত কার্যকর করা হয়নি।

ফরোয়ার্ড ব্লকের সংগঠন কার্যত রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় সীমাবদ্ধ। একসময় উত্তরবঙ্গের দলের দাপুটে নেতা কমলগুহ একাই নিয়ন্ত্রণ করতেন সমগ্র এলাকা। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি হল, তখনও সিপিআই (এম) দলের সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে কোন্দল লেগেই থাকত। আর কলকাতায় থাকা ফরোয়ার্ড ব্লকের শীর্ষ নেতারা গোপনে সিপিআই(এম) কেই মদত দিতেন। এর অন্য কোনও কারণ ছিল না। আজও সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সব দলগুলি আসলে সিপিআই(এম)-এর পরগাছা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় বলেছিলেন, বামপন্থী নেতারা দেহত্যাগ না করা পর্যন্ত পদত্যাগ করেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা সম্প্রতি একান্তে বলেছেন, কোনও জ্যোতিষীকে দিয়ে তাদের রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ আর কতদিন বাঁচবেন তা জানার চেষ্টা করতে হবে।

অশোক ঘোষের বয়স বর্তমানে৯১ বছর। ইতিমধ্যেই সংগঠক হিসেবে দীর্ঘদিন সম্পাদক পদে থাকার জন্য তাঁর নাম গিনেস বুকে উঠতে চলেছে। বেশ কয়েকবার তাঁকে বলা হয়েছিল, দলের যোগ্য কোনও ব্যক্তিকে যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করতে। কিন্তু বৃদ্ধাশোক সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। ক্ষমতায় না থাকা বামফ্রন্ট ক্রমশই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে উঠেছে। একে একে দলবিরোধী কাজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লকের সুনীল মণ্ডল সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দেন। যদিও তাদের এই আচরণ প্রথম নয়। দেশের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতা একসময় ক্রস ভোটের সুবাদে রাজ্যসভায় আটটি ভোট বেশি পান। কারা তাঁকে এতগুলি ভোট দিয়েছিল। সেই ক্রস ভোটের সুবাদে বামফ্রন্টের শরিক দলের বিধানসভার সদস্যেরা কি কিভাবে লাভবান হয়েছিলেন, তা জানলে জেমস বন্ডের যে কোনও থ্রিলারকে হার মানিয়ে দেবে। তাদের এক নেতার ছেলের বিয়ে হয়েছিল বিভিন্ন জনের কাছে থেকে টাকা ধার করে। কিন্তু এখন সেই বিবাহিত ছেলেটির পঞ্চাশের কোটা পার হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে চাঁর সম্পত্তি-ও, যার পরিমাণ কোটি নয়, কোটি-কোটিতে পৌঁছে গেছে।

> **লেভি'র টাকার পরিমাণ হিসেব করে দেখলে অনেকের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেতে পারে, তা সত্ত্বেও কলকাতায় একটা স্থায়ী ঠিকানা থাকলেও দিল্লিতে এতদিন কিছু করা সম্ভব হয়নি।**

রাজনৈতিক দল হিসেবে আরএসপি-র অবস্থা তথৈবচ। সিপিআই(এম)-এর পরগাছা বললে হয়ত তারাও রেগে যেতে পারেন। কিন্তু তাদের অবস্থান রাজ্যের খণ্ড খণ্ড জমিতে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, তাদের দলেও দু'জন বিধায়ক (একজন রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন) গত শুক্রবার প্রকাশ্যে গর্ব করে বলেছেন, তারা ভোট দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীকে। শোনা যাচ্ছে, এদেরই একজন, দশরথ তিরকে নাকি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হবেন। দক্ষিণবঙ্গে এই দলের সঙ্গে সিপিআই(এম)-এর সম্পক অনেক সময়েই সাপে নেউলের মতো হয়ে যায়। আর উত্তরবঙ্গে তাদের তথাকথিত শক্ত ঘাঁটি এখন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। প্রাক্তন ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা কমল গুহ'র মেয়ে নাকি বিধানসভার নির্বাচনে ভাই উদয়ন গুহ'র (বর্তমানে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা) বিরুদ্ধে দিনহাটা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা৯ করবেন। তখনই বোধ হয় উত্তরবঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের কফিনে শেষ পেরেকটা পোঁতার কাজ শেষ হয়ে যাবে। আর আরএসপি-ও এখন বোধ হয় মনে মনে গাইতে শুরু করেছে সেই বিখ্যাত দান, 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার করো আমারে'। প্রশ্ন একটাই ,বামফ্রন্টের এইসব পরগাছারা কি অন্য দলের সঙ্গে মিশে যাবে নাকি রাজনৈতিক যাদুঘরে স্থান করে নেওয়ার ধাক্কাধাক্কি করবে। সেটাই এখন দেখার বিষয়।

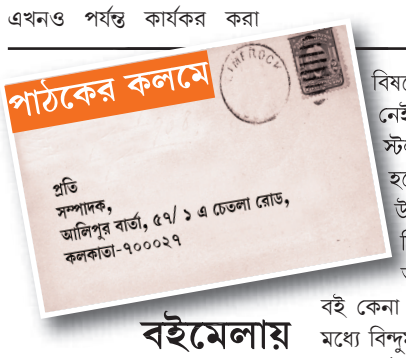

বইমেলায় হুল্লোড়বাজি বন্ধ হোক

গত কয়েক বছর থেকেই বইমেলা প্রাঙ্গনে একগুচ্ছের টিভি কোম্পানি, এফএম রেডিও স্টল চালু হয়েছে। যাদের সঙ্গে বই বা কোন পাঠ্য বিষয়ের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। শয়ে শয়ে মানুষ এই স্টলগুলির সামনে জড়ো হয়ে নানা ধরনের ক্যুইজে উত্তর দেওয়ার জন্যে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো আচরণ করছেন। কোনও বই কেনা বা দেখার আগ্রহ এদের মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই। ভিড়ের মধ্যে কারও কাঁধে চড়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সামান্য কিছু পুরস্কার পেয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে চলে যাচ্ছেন রাধাবল্লভী বা পিৎজা ভক্ষণ করতে। এর ওপর এবার আবার দেখলাম লাইফ গেম শো চলছে কোনও কোনও স্টলে।

মাইকে সঞ্চালক উন্মত্ত চিৎকারে রীতিমতো শব্দদূষণ ঘটাচ্ছেন। আগে বইমেলায় ঢুকলেই মন জুড়িয়ে যেত মাইকে ভেসে আসা শ্রুতিমধুর গানে। কিন্তু এখন এসব স্টলের শব্দে কানে প্রবেশ করছে না সেই সব গান। তার ওপর মিলন মেলার প্রাঙ্গণ এমনিতেই ছোট। ছুটির দিনে যেরকম ভিড় হয় সেই ভিড়কে আরও অসহনীয় করে তোলে এইসব অবাঞ্ছিত স্টলের অতিরিক্ত ভিড়। কানাগলির মধ্যে থাকা ছোট স্টলগুলি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। গিল্ড থেকে স্টলের যে তালিকা দেওয়া হচ্ছে তা প্রকাশকদের নামের বর্ণনানুক্রমিক নয়। তার ফলে ওই তালিকা থেকে পছন্দ মতো প্রকাশনীর স্টল খুঁজে বের করা রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। মেলা আয়োজকদের আর্থিক দায়ভার কমাতে টিভি রেডিও-র এইসব স্টলগুলি সাহায্য করে ঠিকই কিন্তু পাবলিশার্স গিল্ড তাদের নিশ্চিত আয়ের একটি পথ নিজেরাই বন্ধ করে দিয়েছেন প্রবেশমূল্য রদ করে দিয়ে। যেসব বইপ্রেমীরা এতকষ্ট করে বাইপাস প্রাঙ্গণে যাচ্ছেন বইয়ের নেশায়, তাঁরা অনায়াসে এই প্রবেশমূল্যের ব্যয়ভার বহন করতে পারে। আশা করা যায়, পুস্তকপ্রেমীদের এইসব দাবিগুলির দিকে বইমেলা কর্তৃপক্ষ আগামী দিনে নজর দেবেন।

কিশোর দেবনাথ
পিয়ালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

রাজ্য রাজনীতি

উত্তরকন্যায় মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে দশটি চমক

উত্তরবঙ্গকে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখির চোখ করেছেন তা বিলক্ষণ বোঝা গেল ১১ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন নবনির্মিত উত্তরকন্যায় মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে রাজ্যের শিল্পায়নে শুধু নতুন পদক্ষেপই নিলেন না, একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন উত্তরবঙ্গে এই নয়া সচিবালয়ের কথা। সেখানে প্রথম বৈঠকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, শুধু কথা রাখাই নয়, এই সচিবালয়ের কাজে আরও গতি আনাই তাঁর লক্ষ্য। এই বৈঠকে যে ১০টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলি হল,

১) কাটোয়ার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জমি
২) ১৬ ফেব্রুয়ারি ৫২ হাজার পাট্টা
৩) পাঁচটি চা-বাগানে দু-টাকা কিলো চাল
৪) উত্তর দিনাজপুরে স্পিনিং মিলের পুনরুজ্জীবন

৫) বুনিয়াদপুরে নতুন মিউনিসিপ্যালিটি
৬) পরিবহণে প্রায় চার হাজার কর্মী নিয়োগ
৭) উত্তরবঙ্গে হেলথ ডাইরেক্টরের পদ সৃষ্টি
৮) জলপাইগুড়ি জেলে ৬৫জনের নিয়োগ
৯) ১৪০টি মাদ্রাসার শিক্ষকদের সরকারি মাদ্রাসা বোর্ডের আওতায় নিয়ে আসা
১০) জয়গাঁও-র পাঁচ হাজার মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থায় কমিটি

বামফ্রন্ট আমল থেকে কাটোয়ায় বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার কাজ জমিজটে আটকে গিয়েছিল। এনটিপিসি-র কাছে ৫০০ একর জমি রয়েছে। সেই সমস্যা কাটাতে আরও ৯৮ একর সরকারি খাস জমি, এদিনের বৈঠকে এনটিপিসি-কে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। জমি দেওয়ার শর্ত অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুতের ৮৫ শতাংশ রাজ্যকে দিতে বাধ্য থাকবে এনটিপিসি।

ব্রিগেডে জনসমাগম দেখে উল্লসিত বামফ্রন্ট

তৃণমূল কংগ্রেসের ব্রিগেডের সভার ১১দিন পর বামফ্রন্টের সভায় জনসমাগম দেখে কিছুটা অক্সিজেন পেয়েছেন বামফ্রন্ট নেতারা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আনা কর্মীরাই এবার ব্রিগেড ভরিয়ে দিয়েছে। গত আড়াই বছরে প্রায় তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে সিপিআই(এম)। অনেক জায়গায় তাদের অফিসও খুলছে না। নিজেদের মধ্যে মিটিং করা তো অনেক দূরের কথা। এদিনের সভায় কার্যত চার্জশিট দেওয়া হয়েছে মমতা'র সরকারকে। তাদের বক্তব্য হল, রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য চলছে। গ্রামে গ্রামে হাহাকার পড়ে গেছে। তা সত্ত্বেও এই সরকার ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। বিরোধী নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র এদিনের সভায় সরাসরি চার্জশিট দিয়ে দেন। তিনি বলেন, রাজ্যে এখন অঘোষিত জরুরী অবস্থা চলছে। কিন্তু তিনি ও তাঁর রাজ্যে এখন অঘোষিত জরুরী অবস্থা চলছে। কিন্তু তিনি ও তাঁর দলের অন্যান্য নেতারা দিল্লির কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে একটা শব্দও খরচ করেননি। অথচ মমতার ঘোষিত ফেডারেল ফ্রন্টকে রুখতে বামেরা যে ঐক্যবদ্ধ, তার প্রমাণ বারবার নেতাদের মুখ থেকে শোনা গেছে। তাঁরা বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি জোট বেঁধে লড়বে। অ-কংগ্রেসি- অ-বিজেপি দল নিয়ে বামেরা বিকল্প তৈরি করছে।

রেল বাজেটের সুবাদে অবহেলিত এলাকায় সার্ভের কাজ শুরু

১২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় রেল বাজেটে (অন্তবর্তী পর্যায়ে তিন মাসের জন্য) পশ্চিমবাংলার জন্য বরাদ্দ হল ১০টি নতুন ট্রেন। এছাড়াও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মুর্শিদাবাদের ডোমকল এবং সংলগ্ন করিমপুর ও ইসলামপুর কোনওদিন রেল মানচিত্রের আওতায় আসেনি। এছাড়াও মুর্শিদাবাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রে কান্দিরও একই অবস্থা। এই সব চির অবহেলিত জায়গায় রেলপথ বসানোর ব্যাপারে সমীক্ষা শুরু করার ব্যাপারে যাবতীয় সবুজ সঙ্কেত মিলেছে এই বাজেটে। এই খবর শোনামাত্র সমগ্র মুর্শিদাবাদে শুরু হয়ে যায় আনন্দের জোয়ার। এই সমীক্ষার কাজ শেষ হলে বীরভূমের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের অধীর চৌধুরীর মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে, নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী এই উদ্যোগে যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে ওঠে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-নেত্রীরা।

এদিন রেল বাজেটে বাংলার জন্য বরাদ্দ নতুন ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে হাওড়া-যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস, মালদা টাউন-আনন্দবিহার এক্সপ্রেস, সাঁতরাগাছি-ঝাড়গ্রাম সাপ্তাহিক মেমু, হাওড়া-পুনে এসি এক্সপ্রেস (দ্বিসাপ্তাহিক), হাওড়া-মুম্বই এসি এক্সপ্রেস (সপ্তাহে ২ দিন), হাওড়া-কাটরা এসি এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), হাওড়া-বালুরঘাট এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-যোধপুর এক্সপ্রেস, রাঁচি-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস (সপ্তাহে ২দিন)। এবারের রেলবাজেটে যাত্রীভাড়া বাড়ছে না।

মোট ৬৮টি নতুন ট্রেন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৭টি এসি। এগুলি ৫টি নতুন এসি ট্রেন বরাদ্দ হয়েছে বাংলার জন্য। গঠন করা হয়েছে রেলওয়ে ট্রাফিক অথরিটি। এই কমিটিই আগামীদিনে ঠিক করবে টিকিটের মূল্য।

বিমানের মতো কিছু কিছু ট্রেনের ক্ষেত্রেও দাম ওঠা-নামা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের রেল বাজেটের দৌলতে আগামীদিনে ইটানগর অবধি ট্রেন পৌঁছাবার পথ সুগম হল।

৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বামফ্রন্টের ব্রিগেডের জনসমাবেশে বক্তৃতারত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ছবিঃ অরুণ লোধ

মমতার পাশে আন্না হাজারে

আসন্ন নির্বাচনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন আন্না হাজারে। সম্প্রতি আন্না হাজারে দেশের সব রাজনৈতিক দলকে সমাজ শুধরোনোর জন্য যে ১৭ দফায় চিঠি দেন, তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় গত ১৬ জানুয়ারি তার উত্তর দেন।

তারপরেই ঘটনা ভিন্ন পথে মোড় নিতে শুরু করে। রাজনৈতিক মহলের আশা, এবারের লোকসভার নির্বাচনের সময় মমতার পাশে থাকবেন আন্না হাজারে।

■*নারদ গায়েন*

৯ ফেব্রুয়ারি চেতলার হিন্দ্ সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল প্রতিবন্ধীদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ৪০ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হওয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক।

রাজ্যের দীর্ঘতম উড়ালপুল মহেশতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলায় বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের ওপর কলকাতা লাগোয়া জিঞ্জিরা বাজার থেকে বাটা মোড় এলাকায় হতে চলেছে রাজ্যের দীর্ঘতম ৭.৪ কিলোমিটারের উড়ালপুল। গত ৭ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। সরকারি বেসরকারি অংশীদারীত্বে (পিপিপি মডেল) ২৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দু'বছরের মধ্যে এ উড়ালপুলটি তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। জওহরলাল নেহরু আরবান রিনিউয়াল মিশনের অন্তর্গত কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি রূপায়িত বেঙ্গল আর্বান ইনফ্রাসট্রাকচার ডেভলপমেন্ট লিমিটেড পুলের নির্মাণকারী সংস্থা। পুলটি চালু হলে মহেশতলা, বজবজ ও পূজালি পুর এলাকার সঙ্গে সাতগাছিয়া, আঁশুতি, চট্টার মতো জায়গায় সরাসরি যোগাযোগ হবে। ফলে ১২ লক্ষ মানুষের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ অনেকটাই মিটবে।

পুলটির নীচে ৮০ ফুটের রাস্তাটি আরও উন্নত করা হবে। নির্মাণকারী সংস্থার দাবি, এই পুলে 'টোল ফিজ' নেওয়া হবে। তবে তার পরিমাণ অনেক কম। পুল দিয়ে হালকা গাড়িগুলি যাবে আর বজবজের তেল ও গ্যাস সংস্থার ভারি গাড়িগুলি পুলের নীচের রাস্তা দিয়ে যাবে।

মাধ্যমিক ২০১৪

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: ২০১৪-র মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা চলবে ৬ মার্চ পর্যন্ত। গতবারের তুলনায় প্রায় ২৩ হাজার বেড়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ ৬০ হাজারে এনরোলড দাঁড়াচ্ছে। অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া শুরু হয়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে তা পৌঁছবে। এদিকে গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে সারা রাজ্যে দশম শ্রেণির হাই মাদ্রাসা ও আলিম এবং দ্বাদশ শ্রেণির ফাজিল পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

মমতার স্পর্শে নব কলেবরে টেকনিশিয়ান স্টুডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি: নব কলেবরে সেজে উঠল টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিও। একদা এই ঐতিহ্যপূর্ণ চলচ্চিত্র নির্মাণকেন্দ্রটির নাম ছিল কালী স্টুডিও। পরবর্তীকালে সরকার অধিগ্রহণ করে টেকনিশিয়ান-১স্টুডিও নাম দিলেও প্রশাসনিক অপদার্থতায় স্টুডিওটি ঝোপজঙ্গলে ভরে জরাজীর্ণ রূপ নিচ্ছিল। বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কিছুদিন আগে এর সংস্কার শুরু হয়। আজকে এখানে তৈরি হয়েছে, ঝাঁ চকচকে ছটি অত্যাধুনিক ফ্লোর। এর মধ্যে তিনটি এসি। রয়েছে বাতানুকূল মেক-আপ রুম সহ সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থা। এই ফ্লোরগুলির নামকরণ করা হয়েছে, সত্যজিৎ রায়,ঋত্বিক ঘটক, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, তপন সিংহ ও ঋতুপর্ণ ঘোষের নামে।

উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রদীপ প্রজ্বলনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিশিষ্ট শিল্পীরা। ছবি ঃ অভিমন্যু দাস

গত ৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার বিকেলে নবরূপে সজ্জিত স্টুডিও-র উদ্বোধন করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি। বাংলা গড়ার স্বপ্ন। খুব শীঘ্রই রাধা স্টুডিও চালু হবে। এবং টেকনিশিয়ান-২ স্টুডিও একইভাবে গড়ে তোলার কথা হয়েছে।

এদিন তিনি সিনেমা ও টিভি শিল্পের পরিকাঠামোর অভাব ঘোচাতে নতুন যে সব জায়গায় চলচ্চিত্র নির্মাণকেন্দ্র গড়া হচ্ছে তার একটি রোড ম্যাপ মেলে ধরেন। একইসঙ্গে তিনি রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব অত্রি ভট্টাচার্যকে দায়িত্ব দেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি টিম করে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও সংস্কারের লক্ষ্যে ওই স্টুডিও-র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। প্রয়োজনে তাঁর 'লুকানো অস্ত্র' হাতে আছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। প্রসেনজিৎ বললেন, এই স্টুডিও নিয়ে বহু আন্দোলন করেছি। একসময় মনে হচ্ছিল, ''এই স্বপ্ন আর বোধ হয় পূরণ হবে না। কিন্তু দিদি'র স্পর্শে আমাদের এই মন্দিরের দরজা আজ ফের খুলে গেল।'' অনুষ্ঠানের পর শিল্পীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ স্টুডিও ঘুরে দেখেন। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, 'স্টুডিও পরিদর্শন করে রীতিমত খুশি মুখ্যমন্ত্রী।'

স্বামীজির প্রত্যাবর্তনের ১৯ ফেব্রুয়ারি স্মরণে প্রতীকি ট্রেন ছাড়বেন সুব্রত

কুনাল মালিক, বজবজ: আমেরিকার শিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে আলোড়ন তোলার পর ১৮৯৭-এ ৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মুম্বাসা জাহাজ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ বজবজে পদার্পণ করেন।

বজবজ স্টেশনে (এখন পুরানো রেল স্টেশন) প্রথম শ্রেণির বিশ্রামাগারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটি যাত্রী ট্রেনে শিয়ালদহে যাত্রা করেন। সেখানে ২০ হাজার মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের এই ইতিহাস প্রকাশ্যে আসেনি, এমনকি কলকাতা ফেরার স্থান, তারিখ নিয়েও বিভ্রান্তি ছিল।

বজবজ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ, ঐতিহাসিক কালিদাস নাগের অনুরোধে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন।

এরপর ১৮৯৭-এ ২০ ফেব্রুয়ারি অমৃত বাজার পত্রিকার তিন নম্বর পাতা থেকে এই বিলুপ্ত তথ্য উদ্ধার করেন। এরপর ১৯৮৫ সালে বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি গঠন করে পরের বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি ওই বিশেষ দিনটি উদযাপন করা হয়।

ওদিন পুরানো রেলস্টেশনে স্মারক ফলক উন্মোচন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ এবং বিবেকানন্দ স্পেশাল ট্রেনকে সবুজ সংকেত দিয়ে শুভযাত্রা করান পূর্বরেলের তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার ঋষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছর ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামীজি আগমনের দিবসে প্রতীকি স্বামী বিবেকানন্দ স্পেশাল ট্রেন ছাড়বেন রাজ্যের পঞ্চায়েত জনস্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত থাকবে জেলাশাসক শান্তনু বসু, উদ্যোগপতি মদনমোহন লাহা ও ব্যায়ামবিদ জীবানানন্দ ঘোষ।

পুরানো এই স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন স্বামীজী।

বিষমদ-কুখ্যাত খোঁড়া বাদশা খালাস পেয়েও জেলে

মেহবুব গাজি, ডায়মন্ড হারবার: সরকারি আইনজীবীর সদুত্তর দিতে না পারায় সংগ্রামপুর বিষমদ কাণ্ডে সস্ত্রীক বেকসুর খালাস মিলল খোঁড়া বাদশা সহ আরও ২ অভিযুক্ত। এই মামলায় অভিযুক্ত ছিল মোট ১০ জন। আগেই ৬ জন এই মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। এবার খোঁড়া বাদশা ওরফে নুর আলম ফকির ও তাঁর স্ত্রী সাকিলা বিবি সহ দুই চোলাই মদ বিক্রেতা বাবলু ঘরামি, গিয়াসুদ্দিন সদারও মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেল। তবে সিআইডি-র পৃথক দুটি মামলায় বিচারাধীন থাকায় সস্ত্রীক জেলেই থাকতে হবে খোঁড়া বাদশাকে।

প্রসঙ্গত, ২০১১-র ১৪ ডিসেম্বর সংগ্রামপুর এলাকায় বিষমদে মৃত্যু হয়েছিল ১৭৪ জনের। জেলা পুলিশের হাত থেকে মামলার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছিল সিআইডির হাতে। কিন্তু মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মন্দিরবাজার থানায় আলাদা একটি মামলা রুজু হয়। ২০১২-র অগাস্টে ১০জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন করা হয়। মৃতদের ভিসেরার ফরেন্সিক রিপোর্ট জমা করতে পারেনি তদন্তকারী সিডিআই বাহিনী। ফলে এই মামলা থেকে খোঁড়া বাদশা সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের মুক্তি দেয় ডায়মন্ডহারবার অতিরিক্ত দায়রা আদালত।

সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা: মহানগর থেকে ৩০কিলোমিটার দূর ফলতার দক্ষিণ মামুদপুরে চতুর্থ কন্যাসন্তানকে জন্মানোর পরে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল রাধারানী মণ্ডলকে। মহেশতলার একটি তেলেভাজার দোকানে কর্মচারী অসিত (৩৪) ও রাধারানীর তিনটি কন্যাসন্তান।

সম্প্রতি মণ্ডল বাড়ির পাশের পুকুরে ব্যাগের মধ্যে একটি শিশুর দেহ উদ্ধার করে প্রতিবেশীরা চেপে ধরে মণ্ডল পরিবারকে। রাধারানী স্বীকার করে পর পর কন্যা সন্তান হওয়ায় নিত্য গঞ্জনা সহ্য করতে হত তাকে।

তাই সে শিশুটিকে খুন করেছে। ফলতার ডিএসপি মীর শাকির আলি জানান, সদ্যজাতকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান।

পাড়ুই হত্যাকাণ্ডে আদালতের নির্দেশে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বীরভূমের পাড়ুই হত্যাকাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত নির্দেশ দিয়েছেন, বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের জন্য। এতদিন এই মামলার তদন্ত করছিল রাজ্যের সিআইডি। কিন্তু সিআইডি'র তদন্তে অসন্তুষ্ট হয়ে বিচারপতি শ্রী দত্ত আদেশ দেন যে অবিলম্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করতে হবে। যারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এই ঘটনার তদন্ত করবে। এই পর্যায়ে তদন্ত করার জন্য কলকাতা পুলিশের দুই প্রথম সারির দুই অফিসার সোমেন মিত্র এবং দময়ন্তী সেনকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তারা এই ব্যাপারে অপারগ বলে আদালতকে জানান।

তারপর আদালতের নির্দেশে ডিজি তত্ত্বধানে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়, যার নেতৃত্বে আছেন রাজ্যের ডিআইজি, সিআই ডি।

আদালত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে, কোনো অবস্থাতেই এই দলের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যোগাযোগ থাকবে না, এবং প্রত্যেক সদস্য খুবই সাহসী হবেন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন। আগামী দু'সপ্তাহ পরে তদন্তের অগ্রগতি জানানোর আদেশ দিয়েছে আদালত।

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: নদীর ধারে গাছ থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল। ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের কোস্টাল থানার ১১ নম্বর জহর কলোণী গ্রামে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মৃতের নাম প্রভা বর্মন। ১১ নম্বর জহর কলোণীর বাসিন্দা।

পারিবারিক অশান্তি চলছিল বলে জানা গেছে। তবে মৃতের দাদা অভিযোগ দায়ের করে জানিয়েছেন, শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুন করে মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়ে দেয়। মৃত গৃহবধূর স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

টাকা না মেলায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি: সম্প্রতি কুলপি ব্লকের রাজারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২ হাজার জবকার্ড হোল্ডার ১০০দিনের কাজের টাকা না পাওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখায়। গত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি আসনের মধ্যে ১০টি সিপিএম ও ৮টি আসন তৃণমূল প্রার্থীরা দখল করে। এই পঞ্চায়েতের কার্ড হোল্ডাররা বিক্ষোভের দিন পঞ্চায়েতের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। কুলপির বিডিও সেবানন্দ পাণ্ডা বলেন, তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতা হোসেন আলি সেখ সিপিএমের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে জবকার্ড হোল্ডারদের হেনস্থা করার অভিযোগ জানিয়েছে।

জেলায় জেলায় সংবাদদাতা চাই। যোগাযোগ করুন এই ই-মেলেঃ alipur_barta@yahoo.co.in

বিজ্ঞপ্তি

'ক্যানিং মহকুমাতে ৪(চার) টি নতুন রেশন ডিলার নিয়োগ হইবে, বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ক্যানিং মহকুমা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ)-এর দপ্তরে যোগাযোগ করুন। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪.০৩.২০১৪।'

sd/-
Sub-Divisional Controller
(F&S), Canning.
Canning, South 24 Pgs.

১৭১/ জে.ত.স.দ./ ২৪ পরঃ (দঃ) / ১৪.০২.২০১৪

কাজপাগল চেয়ারম্যানের দৌলতে মহেশতলার চেহারা বদলে যাচ্ছে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়: মহেশতলায় এখন শুধুই চলছে কাজের জোয়ার, যার সার্বিক নেতৃত্বে রয়েছে স্থানীয় পৌরসভা। রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ - সবক্ষেত্রেই চলছে কর্মতৎপরতা। কথা হচ্ছিল মহেশতলা পৌরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাসের সঙ্গে। নিরহঙ্কারী অথচ কাজপাগল এই মানুষটির হৃদয়ে এই মুহূর্তে বোধহয় সবসময় ঘুরছে কি করে এলাকার উন্নয়ন করা যায়। জওহরলাল নেহরু জাতীয় আরবান রিনিওয়াল মিশনের সাহায্যে প্রথম পর্যায়ে এলাকার ২৬২২টি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে ৬১৫টি গৃহ। এছাড়াও কাজ শুরু হয়েছে ৭৫৬টির। বস্তির মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়েছে প্রায় ২২ কিলোমিটার। ১০ কিলোমিটার নিকাশির কাজ শেষ। দ্বিতীয় দফায় অনুমোদিত হয়েছে ২১৬৭টি গৃহ। এর মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ১১৪৫টি গৃহ নির্মাণের কাজ।

কলকাতা আরবান সার্ভিসেস ফর দি পুওর (কে.ইউ.এস.পি) প্রকল্পটির জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। এর আওতায় থাকা ১৫টি ওয়ার্ডের ৩৫টি বস্তির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৮ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। ইতিমধ্যেই ৫.৭১ লক্ষ টাকা মূল্যের ওয়ার্ড প্রতি দুটি করে প্যাডেল রিক্সা, মোট ৭০টি রিক্সা গরিব রিক্সাচালকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৭.১২ লক্ষ টাকা। এছাড়া ই-গভর্নেন্সের সবকটি মডিউল চালু করার জন্য পৌরসভায় কম্পিউটর ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মহেশতলার পৌরপ্রধান দুলাল দাস। ছবিঃ অভিমন্যু দাস

বিগত এক বছরে বস্তি এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ সমাধা হয়েছে। যার মধ্যে ৩৮৫টি শৌচাগার, ১৮২৪৪ মিটার রাস্তা নির্মাণ, ১০৩৮৫ মিটার জলের পাইপ লাইন বসানো, ১০৮৩৪ মিটার নিকাশি ব্যবস্থা, ২১টি ছোট নলকূপ, ২৫টি স্ট্যান্ড পোস্ট বসানোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে।

শ্রী দাস আরও জানান, পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়নে মহেশতলা পৌরসভা অভাবনীয় সাফল্য লাভ করছে। অতিরিক্ত চারটি ওয়ার্ডে (২০,২১,১৫,১২) দ্বিতল বিশিষ্ট হেলথ সাব-সেন্টার ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে। পৌরসভার উন্নয়নে নানান ধরনের কার্যকলাপ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে ব্যতিক্রমি রূপ দিতে চলেছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে মহেশতলা পৌরসভার ভাবনা চমক সৃষ্টি করেছে। তাদের তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে ১২০০০ স্কোয়ারফিট জুড়ে একটি অত্যাধুনিক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল যেখানে থাকবে ২০০টি বেড। এই হাসপাতালের বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ। আশা করা যায়, আগামী বছর এই হাসপাতালের পরিষেবার কাজ শুরু হয়ে যাবে। যার মাধ্যমে উপকৃত হবেন মহেশতলা ও আশেপাশের বিশাল এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ।

অতি সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার ঝিঞ্চিরা বাজার থেকে মহেশতলা অবধি ৭.৪ কিলোমিটার ব্যাপী একটি উড়ালপুলের শিলান্যাস করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

বিশেষ সূত্রের খবর, এই উড়ালপুলটি তৈরির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ নিয়েছেন মহেশতলা পৌরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাস।

আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি বাটা মোড়ের কাছে একটি প্রেক্ষাগৃহে উড়ালপুল তৈরির কাজে সহায়তা করার জন্য গণ চেতনা জাগরণের উদ্দেশ্যে সভার আয়োজন করা হয়েছে।

কারণ, এই উড়ালপুলের আশেপাশে কিছু জায়গা এখনও অবৈধভাবে দখল করে আছেন কিছু ব্যক্তি। তাই তাদের এ ব্যাপারে বুঝিয়ে পুল তৈরির কাজ যাতে মসৃণভাবে করা যায় তার জন্যও বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন চেয়ারম্যান দুলাল দাস।

মহেশতলা পৌরসভার এক অনুষ্ঠানে ই গভর্নেন্সের মাধ্যমে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সভাধিপতি শামিমা শেখ জন্ম ও মৃত্যুর প্রথম শংসাপত্র দিচ্ছেন, পাশে কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় ও মহেশতলার পৌরপ্রধান দুলাল দাস।

পেশাদারিত্বের দিকে এগোচ্ছে

ষোলো পাতার পর

সংস্কৃতি তাদের পরিবারের রক্তে ছিল। সেই পরিবারেরই কন্যা বর্তমান দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সময় সুযোগ পেলে এখনও মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখেন। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশের ফুটবলের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে সাধারণ মানুষ আজকাল বড় একটা মাঠমুখী হয় না। শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব দেশের ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এখানে খেলতে এসেছে। পেশাদারি লিগ সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছে। আব্দুল গফফর এর আগে বহুবার বাংলাদেশের অপর জনপ্রিয় ক্লাব আবাহনী ক্রীড়াচক্রের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন। সেই আবাহনী ক্রীড়াচক্র-ইস্টবেঙ্গলের কোনও একটি খেলায় ১ লক্ষ ১০ হাজার দর্শকের স্মৃতি তাঁর চোখে আজও রয়ে গিয়েছে। সেই ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এবারের সেমিফাইনালের খেলায় দর্শকের সংখ্যা কম দেখে একটু হতাশই হয়েছেন তিনি। ধানমন্ডি মূলত বিদেশি নির্ভর টিম। টিমে সাতজন বিদেশি রয়েছে। যার মধ্যে ছয়জন নিয়মিত খেলে। আইএফএ শিল্ডের নিয়মানুসারে তিনজনের বেশি বিদেশি খেলোয়াড়দের খেলানো যাবে না, তাই তিনজনকেই নিয়ে এসেছেন। কৃত্রিম ঘাসের মাঠে তারা খেলতে অভ্যস্ত নয় তাই তাদের প্রথম ম্যাচটিতে একটু অসুবিধাই হয়েছিল। এখন পরিস্থিতির সঙ্গে তারা মানিয়ে নিয়েছেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কাটিয়ে ফুটবলকে আরও জনপ্রিয় করার জন্য নতুন সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। যেমন - তাদের দেশের সংসদে বেশকিছু তরুণ খেলোয়াড়কে সাংসদ এবং মন্ত্রী রূপে পাওয়া গিয়েছে। যাদের হাত ধরেই বাংলাদেশের ক্রীড়া জগৎ আবার নতুনভাবে গড়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ফিফার ইউথ ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টের নিয়ম মেনেই প্রতিটি বড় ক্লাবের সঙ্গেই একাডেমি গড়া হচ্ছে। ধানমন্ডি ক্লাবেরও অনুর্ধ্ব ১৬ ও ১৮'র অ্যাকাডেমি গড়া হয়েছে। তবে অ্যাকাডেমির জন্য যা যা আধুনিক সুযোগসুবিধার প্রয়োজন তা এখনও সবকিছু গড়ে ওঠেনি যা আগামী দিনে গড়ে উঠবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফুটবল সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন। তার ইচ্ছা অনুসারে ক্লাবগুলো অ্যাকাডেমি গড়ার প্রতি বিশেষ সচেষ্ট হয়েছে। আবহনী ক্রীড়াচক্র ও ঢাকা মহামেডানও অ্যাকাডেমি গড়ার লক্ষ্যে এগিয়েছে। দেশের প্রতিটি ক্লাবই এখন ইউথ ডেভলপমেন্টের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন। ধানমন্ডি ক্লাবের একটি বড় ব্যাঙ্ক স্পনসর হিসেবে রয়েছে। এছাড়া ক্লাবের দশজন ডিরেক্টর একটি বিশাল অঙ্কের অর্থ প্রতিবছর দিয়ে থাকেন এবং ক্লাব প্রেসিডেন্টও নিজস্ব উদ্যোগে আরও অনেক অর্থ জোগাড় করেন। ধানমন্ডির পাশাপাশি দেশের অন্য দুই প্রধান ক্লাব আবাহনী ক্রীড়াচক্র ও ঢাকা মহামেডান এবারে পেশাদার লিগ খেলছে। গতবছর আবাহনী ক্রীড়াচক্র বেশ কয়েকটি ট্রফি জিতেছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক ফুটবলে তার প্রভাব যাতে কোনওভাবে না পড়ে সেজন্য দেশের ফেডারেশন সেই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখে।

অন্য খবর

হোমিওপ্যাথি কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: কাকদ্বীপ থানার সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরে হোমিওপ্যাথি কর্মশালার উদ্বোধনে বললেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা। বলেন, গত ৩৫ বছরে চিকিৎসকেরা পিছিয়ে ছিলেন না, পিছিয়ে ছিল বাম সরকার। ফলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে প্রত্যন্ত গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, ৫টি ব্লকের ৫০০জন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার।

নকল মূর্তি বিক্রিতে গ্রেফতার দোকানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: ক্রেতা ঠকিয়ে নকল বুদ্ধমূর্তি বিক্রি করে গ্রেফতার দুই দোকানি। ধৃতদের ৮দিনের জেলা হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুর আদালত। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, হাওড়ার ডোমজুড় এলাকার বাসিন্দা রতন ঘোষ কিছুদিন আগে জীবনতলা এলাকা হাবিব লস্কর এবং বিপ্লব সর্দার কাছ থেকে ৪লাখ টাকা দিয়ে একটি বুদ্ধমূর্তি কেনেন। সোনারমূর্তি বলে রতন ঘোষকে মূর্তিটি বিক্রি করা হয়েছিল। কিন্তু পরে বুঝতে পারে ওটি সোনার নয় পিতলের মূর্তি। এরপর টাকা ফেরত চাইলে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় রতনবাবুকে। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলে ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ধর্ষণের অভিযোগে জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ততে ৯দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, জীবনতলা থানার আঠারো বাঁকী গ্রামের এক নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই গ্রামেরই বাসিন্দা নাসির উদ্দিন মোল্লার সঙ্গে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি নাসির মোল্লার সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় মেয়েটি। পালিয়ে যাওয়ার পরের দিন রাতে নাসির এবং শাহাজাহান মোল্লা নামে এক ব্যক্তি ধর্ষণ করেছে বলে পরিবারের লোকজনের কাছে অভিযোগ করে ওই মেয়েটি। এরপর জীবনতলা থানায় নাসির ও শাহাজাহানের অভিযোগ দায়ের করে পরিবারের লোকজন। পুলিশি তৎপরতায় ধরা পড়ে দুজন অভিযুক্তই।

এজেন্ট চাই

কলকাতায় ও জেলায় জেলায় যাঁরা আলিপুর বার্তার এজেন্ট হতে চান যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ফোন করুন **এই নাম্বারে ঃ**

৯৮৭৪০১৭৭১৬

ধর্ম

লাভপুরে ফুল্লরা তীর্থে

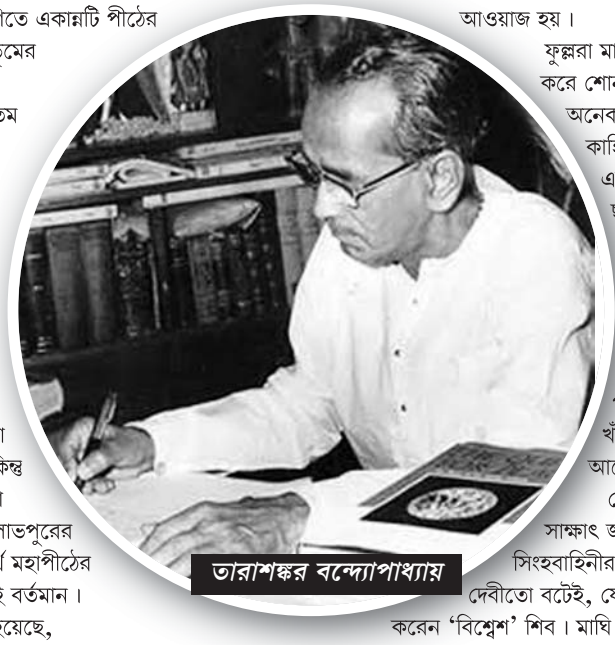

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তন্দ্রচূড়ামণিতে একান্নটি পীঠের মধ্যে বীরভূমের লাভপুরকে উনপঞ্চাশতম উপপীঠ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিবচরিতে অবশ্য ফুল্লরাকে উপপীঠ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু শিবসংহিতা অনুসারে লাভপুরের ফুল্লরাতীর্থে মহাপীঠের সব লক্ষণই বর্তমান।

বলা হয়েছে,

অট্টহাসে চোটপাতা দেবী মা ফুল্লরা স্মৃতা
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্রর সর্বাভিষ্ট প্রদায়ক।

দেবীর ওষ্ঠ বা ওষ্ঠাংশ পড়েছে এখানে। দেবীর নাম ফুল্লরা এবং ভৈরব হলেন বিশ্বেশ। পীঠস্থান হিসেবে অট্টহাসের উল্লেখ আছে। কারও কারও মতে, বর্ধমানের কাছে কেতুগ্রামে রয়েছে অট্টহাস। তবে যে সব লক্ষণ থাকলে কোনও জায়গাকে মহাপীঠ বলা হয়, সেই সবকিছুরই লক্ষণ রয়েছে বীরভূম জেলার লাভপুরে ফুল্লরা মায়ের থানে। মন্দিরের সামনে আছে একটি বড় জলাশয়। তাকে চিহ্নিত করা হয়, রামায়ণের দেবীদহের সঙ্গে, যেখান থেকে অকালবোধনের সময় নীলপদ্ম সংগ্রহ করা হয়েছিল। কাজেই রয়েছে মহাশ্মশান। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রয়েছেন বিশ্বেশ্বর ভৈরব।

কৃষ্ণানন্দ গিরি মতান্তরে কৃষ্ণ ও দয়াল গিরি একদা ঈশ্বরসাধনায় মগ্ন থাকতেন কাশীর মনিকর্ণিকা ঘাটে। সেখানে তিনি মাঘী পূর্ণিমার দিন স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন লাভপুরে গিয়ে ফুল্লরামা'কে দুর্গা রূপে পুজো করার জন্য। তখন যাতায়াতের রাস্তা ছিল অত্যন্ত দুর্গম। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি তাঁর অভীষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছান এবং দুর্গাষ্টমীর দিন মায়ের দর্শন পান। আজও ফুল্লরা মায়ের মন্দিরে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে ছাগবলি হয়। স্থানীয় অধিবাসী ও পুরোহিতদের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, মায়ের মন্দিরের সামনের পুকুরে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে একটা আওয়াজের সূত্রধরে ছাগবলি দেওয়া হতো। এখন আর সেই শব্দ শোনা যায় না। তবে কারও কারও বিশ্বাস, আজও দুর্গাপুজোর সন্ধিক্ষণে সেই আওয়াজ হয়।

> **দুর্গাপুজোর পরের চতুর্দশীর দিন তারামায়ের কাছে পুজো দিয়ে দেবী ফুল্লরার কাছে প্রার্থনা করলে সন্তান লাভ করা সম্ভব হবে। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা সেই মহাসাধকের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং সন্তানের নাম রাখেন তারাশঙ্কর।**

ফুল্লরা মা'কে কেন্দ্র করে শোনা যায় অনেক অলৌকিক কাহিনী। যেদিন একলক্ষ ছাগবলি সম্পন্ন হয় সেদিন কবন্ধকে যখন মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হচ্ছিল তখন সে 'মা' 'মা' বলে ডেকে ওঠে। ঘটনাটি ঘটে প্রায় চার পুরুষ আগে। সেই বলির খাঁড়া আজও সযত্নে রাখা আছে পুরোহিতদের বাড়িতে।

দেবী এখানে পূজিতা হন সাক্ষাৎ জয়দুর্গারূপে, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনীর কল্পনায়। কথিত আছে, দেবীতো বটেই, যে কোনও মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন 'বিশ্বেশ' শিব। মাঘি পূর্ণিমার দিন এখানে কৃষ্ণা নন্দ গিরি'র মায়ের দর্শনের স্মরণে বারোদিন ব্যাপী উৎসব হয়।

বেশ কিছুদিন আগেও এখানে শিবাভোগের ব্যবস্থা ছিল। তখন এখানকার জঙ্গলে রূপী, সুপী নামে দুটি শিয়াল বাস করত। এছাড়াও থাকত অন্যান্য জীবজন্তু যাদের ভোগনিবেদনের পরে মাকে ভোগ দেওয়া হত।

মন্দির চত্বরের মধ্যেই রয়েছে পঞ্চমুন্ডির আসন। এর প্রতিষ্ঠা করেন সাধক নারায়ণ গিরি। কেউ কেউ এখানে তন্ত্র-সাধনার প্রক্রিয়া না জেনে বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়নি।

শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব - সব ভাবনা এখানে এক হয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব তন্ত্রের সাধক রঘুবর গোস্বামী এখানে দীর্ঘদিন মায়ের সাধনা করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি তাঁর মৃত্যুর দিন ও সময় ঘোষণা করেছিলেন। পূর্বনির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে মায়ের জপ করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মন্দির প্রাঙ্গণের এক কোণায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

মন্দিরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা রয়েছে মোহন্তদের অধিকারে। আজও তাঁদের দায়িত্বে রয়েছে দেবীর যাবতীয় পূজার্চনা। এখানে যারা এই দায়িত্ব পালন করছেন প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী তারা ঊনত্রিশ পুরুষ। পথিকৃতের নাম কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী।

এই মোহন্তদের আনা হয়েছিল বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে। জন্মসূত্রে তাঁরা মৈথিলি সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। পদবী 'মিশ্র'। কিন্তু পরবর্তীসময়ে তাদের 'উকিল' পদবী দেওয়া হয়। নবাবের কাছ থেকে পাওয়া এই পদবীর গূঢ় অর্থ আছে। পুরোহিতদের কাজ হল, ভক্তদের প্রার্থনা মায়ের আদালতে যথাযথভাবে পৌঁছে দেবার জন্য ওকালতি করা। সেই সুবাদেই এই পদবীর সৃষ্টি হয়েছে।

শোনা যায়, স্থানীয় নবাব নিঃসন্তান ছিলেন। দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে মৈথিলি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পুরোহিতদের এখানে নিয়ে এসে পুজোর ব্যবস্থা করতে বলেন। দেবীর ইচ্ছাপূরণ করার পর নবাব সন্তানলাভ করেন।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে এক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। শ্রীরামজী গোঁসাই নামে জনৈক মহাসাধক এখানে সাধনায় মগ্ন থাকতেন।

সন্তান হচ্ছে না দেখে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা তাঁর শরণাপন্ন হন। ভক্তের আর্জি শুনে তিনি কয়েকদিন সময় চেয়ে নেন। তারপর বলেন, দুর্গাপুজোর পরের চতুর্দশীর দিন তারামায়ের কাছে পুজো দিয়ে দেবী ফুল্লরার কাছে প্রার্থনা করলে সন্তান লাভ করা সম্ভব হবে। তিনি সেই মহাসাধকের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং সন্তানের নাম রাখেন তারাশঙ্কর।

মন্দিরের দায়িত্বে থাকা মোহান্তদের পূর্বপুরুষ জনৈক মহাপুরুষ দেবী ফুল্লরাকে মা কালীরূপে দর্শন করেছিলেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পরে স্থানীয় অঞ্চলে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যা পাইফলা কালীমন্দির নামে সুপরিচিত। এখান থেকেই ওই মন্দিরে মা কালীর ভোগ যায়।

প্রতিদিন এখানে অন্নভোগ হয়। ভাত, ডাল, তরকারী, মাছের টক অবশ্যই থাকে সেই অন্নভোগে। একসময় মায়ের বিপুল দেবোত্তর সম্পত্তির মাধ্যমে বছরের বাহান্ন সপ্তাহে বাহান্ন মণ চাল আসত। কিন্তু কালের নিয়মে তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এখন সরকার থেকে মন্দিরের জন্য দেওয়া হয় মাত্র ৯৬০ টাকা।

দেবী মা'র মন্দিরের সামনে রাখা হাড়িকাঠের মাটি চর্মরোগের অব্যর্থ ওষুধ - এধরনের ধারণা প্রচলিত আছে। পুরোহিত প্রণবকুমার উকিল জানালেন, তাঁর হাতে একটি ছোট 'টিউমার' হয়েছিল। কয়েকদিন ভক্তিভরে ওই মাটি লাগানোর পরে আজ আর তার কোনও চিহ্ন নেই। অনেকের বিশ্বাস, শ্বেতীর উপসমে এই মাটি খুবই কার্যকরী।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবধর্মের মানুষই ফুল্লরা মায়ের কাছে এসে তাদের আর্জি জানান এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। ১৩০২ বঙ্গাব্দে স্থানীয় জমদার যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দির প্রাঙ্গণে থাকার ঘর আছে। ভাড়া ২০ টাকা। তবে বিছানাপত্র সঙ্গে আনতে হয়। বোলপুর ও সাঁইথিয়া রেল স্টেশন থেকে লাভপুরে যাওয়া যায়। এছাড়া আহমেদপুর স্টেশন থেকে ছোট লাইনে আহমেদপুর-কাটোয়া রেলপথেও লাভপুরে যাওয়া যায়।

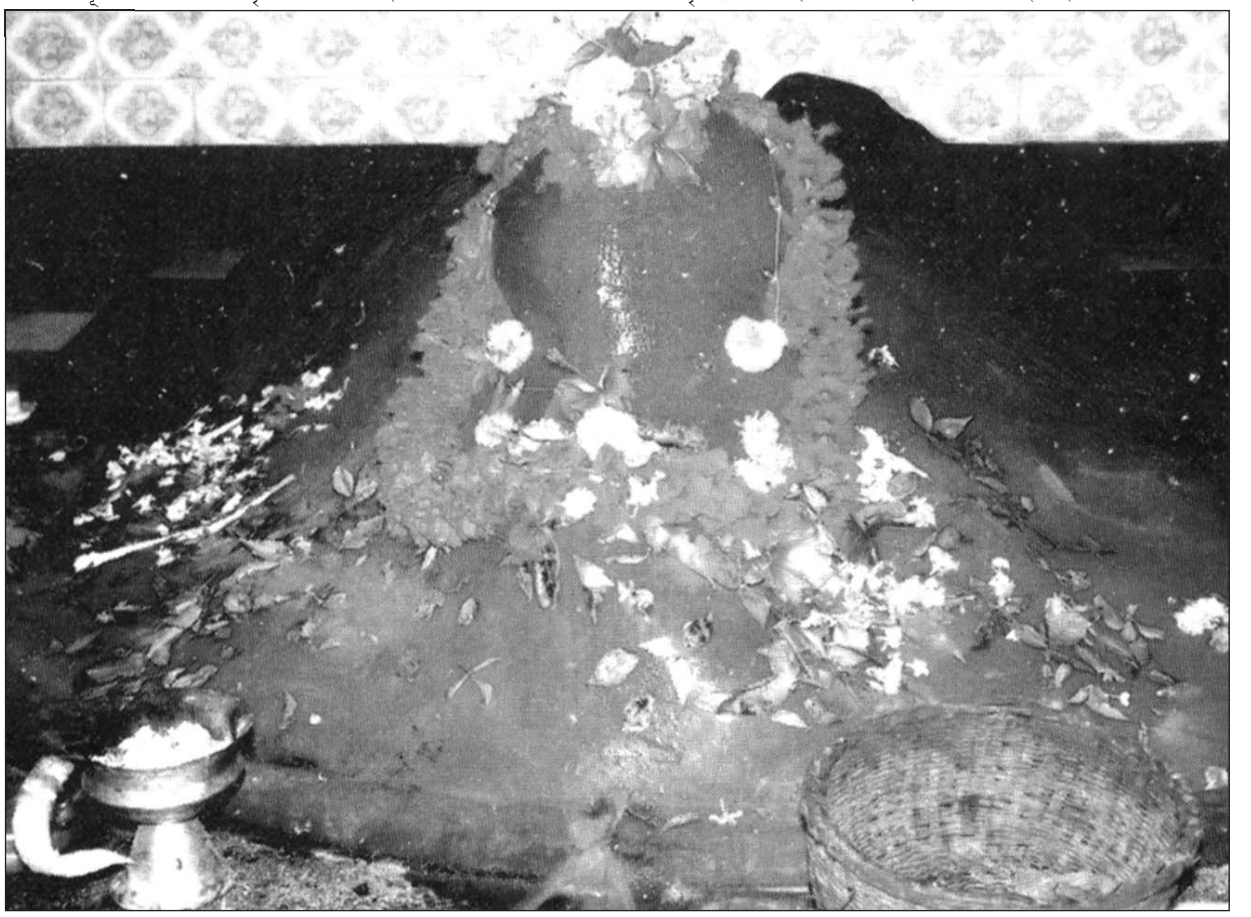

নির্বাচন ও বাজারের ভারসাম্য বজায় রাখলেন রেলমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

মেট্রিকটন করার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়াও ১৯টি নতুন লাইন সমীক্ষার কথা ঘোষণা করেছেন খার্গে। যদিও ভোট পরবর্তিকালে এই বাজেটের প্রস্তাব হয়ত আমুল বদলে যাবে তবুও এই বাজেটের মাধ্যমে 'পপুলিজিম'-এর যে ব্যাখ্যা তা থেকে অনেকটাই সরে এসেছেন বর্তমান রেলমন্ত্রী।

বণিক সভার মতামত:

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাসট্রিসের ডিরেক্টর চন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বিভিন্ন প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগের পাশাপাশি বিদেশি লগ্নির প্রস্তাব বিবেচনা করার ভাবনা রেলের পরিকাঠামো উন্নয়নে পুঁজি যোগাতে সাহায্য করবে।

তবে রেলের অপারেটিং প্রফিট রেশিও (১০০ টাকা রোজগারের জন্য যত টাকা ব্যয়) ৯০ শতাংশে পৌঁছেছে অর্থাৎ আগের চেয়ে লভ্যাংশ বেড়েছে ৫ শতাংশ। তাই আরও বেশি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এসে যাতে রেলের উপার্জনের পরিমাণ বাড়ানো যায় সেদিকে হয়ত নিয়ে যেতে চাইছেন বর্তমান রেলমন্ত্রী।

স্থানীয় প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দুরবস্থা দূর করার কোনও চিন্তা এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি।

যার জন্য নিত্যযাত্রীরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ।

এছাড়াও কলকাতার মেট্রো রেলের উন্নয়নে কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি এই বাজেটে।

সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবি (৩)

ছবির নাম	পরিচালক	সহ-অভিনেতা
১৯৭১		
৪৫. নবরাগ	বিজয় বসু	উত্তমকুমার, বিকাশ রায়
৪৬. ফরিয়াদ	বিজয় বসু	উৎপল দত্ত, চন্দ্রাবতী দেবী, পার্থ মুখার্জি
১৯৭২		
৪৭. আলো আমার আলো	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	উত্তমকুমার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৮. হার মানা হার	সলিল সেন	উত্তমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল
১৯৭৪		
৪৯. শ্রাবণসন্ধ্যা	চিত্র সারথী	সমর রায়
৫০. দেবী চৌধুরানী	দীনেন গুপ্ত	রঞ্জিত মল্লিক , কাজল গুপ্ত
১৯৭৫		
৫১. প্রিয় বান্ধবী	হীরেন নাগ	উত্তমকুমার
১৯৭৬		
৫২. দত্তা	অজয় কর	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
১৯৭৮		
৫৩. প্রণয় পাশা	মঙ্গল চক্রবর্তী	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
হিন্দি ছবি		
১৯৫৫		
১.দেবদাস	বিমল কর	দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা
১৯৫৭		
২. মুসাফির	হৃষীকেশ মুখার্জি	শেখর
৩. চম্পাকলি	নন্দলাল কাওয়ান্তলাল	ভারতভূষণ
১৯৬০		
৪.বোম্বাই কা বাবু	রাজ খোসলা	দেবানন্দ, জনি ওয়াকার
৫.সরহদ	শঙ্কর মুখার্জি	দেব আনন্দ
১৯৬৬		
৬.মমতা	অসিত সেন	অশোককুমার, ধর্মেন্দ্র, ডেভিড, জহর রায়
১৯৭৪		
৭. আঁধি	গুলজার	সঞ্জীব কুমার

সিনেমায় কমল হাসানের কনিষ্ঠা কন্যা

এবার কমল-সারিকার ছোট মেয়ে অক্ষরা অভিনয়ে আসছেন। 'পা', 'চিনি কম'-এর পরিচালক বালকি'র পরবর্তি ছবিতে তিনি অভিনয় করবেন ধনুসের বিপরীতে।

এই ছবিতে নাকি অমিতাভ বচ্চনও থাকছেন।

তবে পর্দায় নায়িকা হওয়ার আগেই নাসিরুদ্দিন শাহে'র ছেলে বিভান-এর সঙ্গে প্রেম করে কমল হাসান ও সারিকার বড় মেয়ে শ্রুতি ইতিমধ্যে নায়িকা হয়েছে। গসিপের নায়িকা হয়ে গিয়েছেন।

টিভিতে মেয়েদের আত্মরক্ষা

কাগজ বা টিভি চ্যানেলে যখন মহিলা নির্যাতন প্রত্যেকদিন সংবাদ শিরোনামে তখন কলকাতার একটি টিভি চ্যানেলে ফাইট ব্যাক নামে একটি অনুষ্ঠান হবে যাতে দেখানো হবে বিপদে পড়লে একটি মেয়ে কীভাবে আত্মরক্ষা করবে অথবা নির্যাতিত হওয়া মেয়েটি মানসিক যন্ত্রনা থেকে কীভাবে বার হয়ে আসবে। সাহিত্যিক, ফ্যাশন ডিজাইনার, কর্পোরেট ব্যক্তিত্বসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা যেভাবে নিগৃহিতা হন তা নিয়ে পথ দেখানোর চেষ্টা করবে এই রিয়েলিটি শো। সঞ্চালনা করবেন একদা বক্সার বর্তমানে অভিনেত্রী মুমতাজ সরকার।

সিনেমা-টিনেমা

বাঙালির হৃদয় খালি করে চলে গেলেন যুগনায়িকা। এই কিংবদন্তীর অনেক অজানা কাহিনী নিয়ে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রতিবেদন

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

গত সংখ্যার পর

তিপ্পান্ন সালে মুক্তি পায় সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত 'সাত নম্বর কয়েদী'। বাণিজ্যিক দিক থেকে সেই ছবিকে কিন্তু সফল বলা যায় না। ছবিতে তাঁর সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: নবাগতা সুচিত্রা সেন অরুণার ভূমিকায়, ঠিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার নম্বরটুকুই পেতে পারেন। 'সাত নম্বর কয়েদী' মুক্তি পাওয়ার বারো দিন পরে মুক্তি পায় 'সাড়ে চুয়াত্তর'। আদ্যন্ত হাসির এই ছবিতে তিনি নায়িকা হলেও আসল নায়িকা ছিলেন মলিনা দেবী। তা সত্ত্বেও মলিনার পাশে তিনি যে আদৌ বেমানান নন, তা বুঝিয়ে দিতে কসুর করেননি মহানায়িকা। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, 'সাড়ে চুয়াত্তর' মুক্তি পেয়েছিল মধ্য কলকাতার 'প্যারাডাইস'-এ, যেখানে আজ পর্যন্ত কোনও বাংলা ছবির মুক্তির কথা কেউ ভাবতে পারেন! ওই ছবিতেও সুচিত্রা বিপরীতে ছিলেন উত্তমকুমারকে বেশ স্মার্ট মনে হয়েছে, অভিনয়ও বেশ স্বচ্ছন্দ। আর রমলার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন দলে পড়ে মানিয়ে গিয়েছেন।

মাস দুয়েক পরে মুক্তি পায় 'কাজরী'। তখন কিন্তু ওই ছবির বিজ্ঞাপনে সুচিত্রাকে রাখাই হয়নি। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা তখন সুচিত্রা সেনের চেয়ে অনেক বেশি। সুচিত্রা নন, সাবিত্রীই ওই ছবির নায়িকা। নায়ক বীরেন চট্টোপাধ্যায়।

দক্ষিণ কলকাতার মনোহর পুকুর রোডে এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাত্রীকে দেখতে গিয়েছিলেন আদিনাথ সেন। পাত্রী তখনও নিয়মিতভাবে শাড়ি পরে না। প্রথম দর্শনেই তাকে দেখে শুধু পছন্দ নয়, মুগ্ধ হয়েছিলেন আদিনাথ। পারলে, সেদিনই তাকে ছেলে দিবানাথের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেন। আদিনাথ সেন চাইলেও তা কি করে সম্ভব করুণাময় দাশগুপ্তের পক্ষে। তাই অপেক্ষা করতে হলো কিছুদিন। ১৯৪৭ সালে রমা সেনের বিয়ে হয়েছিল বালিগঞ্জ প্রেসের আদিনাথ সেনের ছেলে দিবানাথ সেনের সঙ্গে। রমা দাশগুপ্ত থেকে রমা সেন। তখন কিন্তু শুধু তিনি নন, পরিবারের কেউই ভাবতে পারেননি যে অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। অনেকে অনেক কথা বলেন। কিন্তু কোনও কথার সঙ্গেই কোনও কথার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, রমা নাকি অনেক সময়ই স্বপ্ন দেখতেন পরীদের মতো সেলুলয়েডের পর্দায় বিচরণ করবেন। আবার এও শোনা গিয়েছে, তিনি নাকি মনে মনে ভেবেছিলেন, সুযোগ পেলে গায়িকা হবেন। তবে কোনও সন্দেহ নেই তাঁর মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় লুকিয়ে ছিল ফ্যান্টাসি'র বীজ। আর নিজের মুখে বলেওছেন সে কথা। বিমল মামাই আমার সেই স্বপ্নে প্রথম সুড়সুড়ি দিয়েচিলেন। প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। সুচিত্রার শ্বশুরমশাই আদিনাথ সেনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী'র দাদা। বোন জীবিত না থাকলেও ভগ্নিপতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অটুট।

আক্ষরিক অর্থে ছোট্ট মেয়ে কখনও বাড়ির মধ্যে, কখনও পুকুরের পাড়ে আপনমনে ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে সামনের ঘর থেকে ডাক আসত 'বৌমা'। অনভ্যস্ত হাতে মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকতেন রমা। তথাকথিত সাহেব বাড়ির আদব কায়দার সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাই নেই। শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ পরিবেশে থেকে এসে এরকম বেমানান পরিবেশ তাঁকে প্রথম প্রথম যে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল, সে ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন তিনি নিকটজনের কাছে।

গুরুজনদের কাছ থেকে ডাক পেলে মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকতেন। আদিনাথের সামনে যখন সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন তখন বাইরে পর্দার আড়ালে থাকতেন তাঁর স্বামী দিবানাথ। কিন্তু শ্বশুরমশাইকে কিছুদিনের মধ্যেই বাগে আনতে পেরেছিলেন রমা। তাই বেশিক্ষণ তাকে সেখানে সময় দিতে হত না, বিয়ের কিছুদিন পর থেকে।

আগেই বলেছি সুচিত্রার উত্তরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছবি থেকে। চৈতন্য মহাপ্রভু'র ভূমিকায় ছিলেন বসন্ত চৌধুরী। এ প্রসঙ্গে দেবকীকুমার বসুর ছেলে দেবকুমার বসু বলেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছবিটা যিনি তৈরি করেছিলেন ঘটনাচক্রে তিনি আমার বাবা। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আমার বিরোধিতা ছিল। যখন সুচিত্রা সেনকে তাঁর ছবির জন্য নির্বাচিত করেন তার কয়েকদিন আগে বাবার নাক দিয়ে প্রচণ্ড রক্ত পড়ছিল। ওই অবস্থায় বাবার ধারণা হয়েছিল যে তিনি আর বাঁচবেন না। শরীর খুব খারাপ, ডাক্তারবাবু এসেছেন। ওঁর সহকারীরা খাটের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে এবং দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেই অবস্থায় তিনি বললেন, আমি 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবি করব। বাস্তব জীবনে তিনি কৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন অনেক দিন ধরেই। বাবা মানে করতেন, শ্রীচৈতন্যদেবের মতো এত বড় পণ্ডিত, এত বড় ইনটেলেকচুয়াল পৃথিবীতে জন্মাননি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বোঝার জন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে যে গাছের তলায় বসে বিভিন্ন অনুভূতির স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, বাবাও সেই স্বাদ অনুধাবন করার জন্য ওই গাছের তলায় বসে থেকেছেন এবং যখন সেখানে বসে থাকতেন তখন কাউকে সেখানে যেতে দিতেন না।

এরপর আগামী সংখ্যায়

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ১৫ ফেব্রুয়ারি - ২১ ফেব্রুয়ারি,২০১৪

মেষ: মনের দিক থেকে অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে পড়বেন। আপনাকে ধীর স্থির হতে হবে। তা না হলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। পরের মতকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের ক্ষতি ডেকে আনবেন না। দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলাযোগ।

বৃষ: শারীরিক অসুস্থতার যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শত্রুরা আপনার ক্ষতি করতে চাইলেও পারবে না। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। সন্তানের উন্নতিতে আনন্দ পাবেন। গৃহভূমি বা জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ হবে।

মিথুন: মনের স্থিরতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সময়টি অনুকূল নয়। তথাপি আপনি রক্ষা পাবেন। ব্যবসায় ফল মোটামুটি শুভ বলা যায়। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কর্কট: আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এখনই হাত দিতে যাবেন না। শিক্ষায় ভাল ফলের আশা করা যায় না। সপ্তাহের শেষ দিকে মায়ের স্বাস্থ্য হানির যোগ।

সিংহ: নিজের দৃঢ় মানসিকতার জন্য সাফল্য আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। স্নেহপ্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা আসবে। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে সাবধান থাকবেন।

কন্যা: নিজের ভুলের মাসুল আপনাকে গুনে গুনে দিতে হবে। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হলেও অর্থ পাবেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। শিক্ষায় বাধা আসা সম্ভব। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট, শত্রু বৃদ্ধির যোগ, অর্থ ক্ষতি, প্রতারণার যোগ, কর্মে বাধা।

তুলা: অগ্নি ভয়, প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি, দৈব দুর্ঘটনার যোগ, ব্যবসায় ক্ষতি, শিক্ষায় অমনোযোগিতা, মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। বিবাহিত জীবনে অশান্তপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। বিবাদ এড়িয়ে চলুন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি। বাতের আধিক্য।

বৃশ্চিক: ব্যয়ের আধিক্য, প্রতারক থেকে সাবধান। আত্মীয় বিরোধের যোগ রয়েছে। পায়ে আঘাতপ্রাপ্তি। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গোপন শত্রুদের দ্বারা ক্ষতি। শিক্ষায় ক্ষতির যোগ। বেকারত্বের অবসান হবে না। নতুন কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে না।

ধনু: মনে শান্তি পাবেন না। ব্যবসায় শুভ হবে। নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন, লাভবান হবেন। গৃহে মঙ্গলানুষ্ঠান হতে পারে। স্নেহপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কেনাবেচায় লাভ যোগ আছে। লেখাপড়ায় শুভ হবে। নতুন ব্যবসায় হাত দিতে পারেন।

মকর: বুদ্ধির কাজে লাভ। সুনাম ও খ্যাতির যোগ রয়েছে। ভ্রমণের ইচ্ছা কার্যকরি হবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাওয়া যাবে। কাজে এগিয়ে যান ভাল হবে। স্নেহপ্রীতির ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন না।

কুম্ভ: নতুন ব্যবসা করতে যাবেন না। প্রতারণার থেকে সাবধান থাকতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজে হাত দেবেন না। শত্রুদের থেকে সতর্ক হবেন। শিক্ষায় শুভ হবে। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মস্থলে শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সাবধান থাকবেন।

মীন: প্রেম-প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে গোলমাল ঘটবে। সঞ্চিত অর্থের কিছু ব্যয় হবে। পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

যুগ সাগ্নিক

সম্পাদক - প্রদীপ গুপ্ত

২/৫৬-এ, নেতাজী নগর, কলকাতা - ৭০০০৯২

মোবাইল - ৯০৫১৪৭১০৭৫

প্রথম বছরেই পাঠককূলের সমাদর পেয়েছে।
লেখক-পাঠক হিসেবে যুক্ত হন।

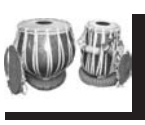

মাঙ্গলিকী

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা: পথের আলাপ

গ্রন্থ সন্ধানী: উক্ত সাহিত্য পত্রিকার উৎসব সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। মসৃণ কালো মলাটের ওপরে মেটে লাল,নীল প্রভৃতি রং-এ কল্যান চৌধুরীর আঁকা ময়ূরের একটি পালকের পাতাবাহারের মতন বিন্যাস অতি উজ্জ্বল চিত্রাঙ্কণ (ব্যাখ্যা চিরন্তন মুখোপাধ্যায় - ধন্যবাদ!)।

এবারে সম্পাদকীয় লিখেছেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সমীরণ ভট্টাচার্য। প্রতিবারের মতন এবারেও 'সম্পাদকীয়' এক সমৃদ্ধ মননশীল অণুনিবন্ধ। শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্বে গণিতবিদ রাধানাথ সরকারের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী, গণিতে তাঁর অবদান (বিশেষ করে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা নির্ণয়ের ব্যাপারে), প্রভৃতি নিয়ে স্বাগত চক্রবর্তীর নিবন্ধ অতি তথ্যপূর্ণ, সত্যনিষ্ঠ, একই সময়ে মনোগ্রাহী রচনা। মন্টু দেবনাথের নিবন্ধ পড়ে আমরা জানতে পারছি ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের 'নরেন' কেমনভাবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনাতে নিবন্ধ ছিলেন। ঋষিবরের লেখনী মাধ্যমেও উজ্জীবিত হয়েছিলেন তাঁর সকল কাজে খুবই মূল্যবান নিবন্ধ। কারণ, এই লেখাটি বাংলার রেনেসা যুগের ওপরে নতুনভাবে আলোকপাত করছে।

স্থানীয় ইতিহাস হিসেবে কালনার মহিষমর্দিণী পূজা নিয়ে লেখা শুভ্রশুচি গানের নিবন্ধেরও বিশেষ গুরুত্ব আছে। 'দেখা হয় নাই ঘর হতে শুধু এক পা বাড়ায়ে' কথাটি সবাইকে মনে রাখতে হবে। সন্দীপ বিশ্বাসের 'ঘুরে আসুন কাটোয়া' এই আলোকেই পড়তে হবে। দুটি লেখাই তাদের চরিত্রগত মান বজায় রেখেছে। সুদীপ কুণ্ডুর রম্যরচনা মোবাইল ফোন নিয়ে ভালই। রম্যরচনার টাইটেল হিসেবে 'মুঠো ফোন' ঠিক আছে। আচ্ছা, মোবাইল ফোনকে 'পকেট ফোন' বললে কেমন হয়? পরিবেশ, খাদ্য সব কিছুতেই দূষণ ঘটার জন্যই আজ সমাজে ক্যানসার, হার্ট অ্যাটাকের এত 'শ্রীবৃদ্ধি' ঘটছে। এই কারণেই বিভিন্ন রোগের বিষয়ে লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় যত তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ

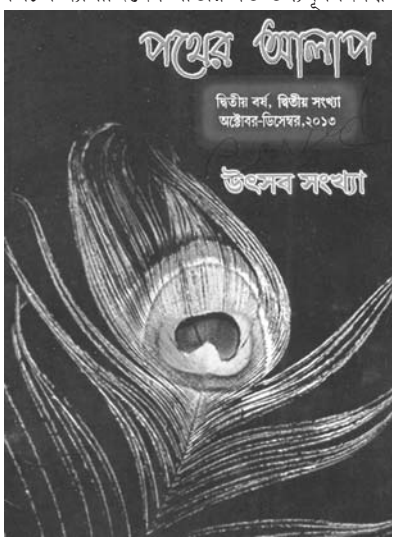

প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। এদিক দিয়ে বিচার করে বলতেই হবে যে পথের আলাপের উৎসব সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ আর. কে. সরকারের হার্টের অসুখ নিয়ে লেখা নিবন্ধটি ও রুদ্রপ্রসাদ গোস্বামীর ক্যানসার কেন্দ্রিক নিবন্ধটি খুবই উপযুক্ত প্রকশনা। তাই গল্প, কবিতার সঙ্গে সবাইকে এই নিবন্ধ দুটি অবশ্যই পড়তে হবে।

এবারে উৎসব সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পগুলির বিষয়ে আসি। কালাচাঁদ রায়ের গল্প 'ফুলতুসী' কি যেন কেন শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পের জগতে এই প্রতিবেদককে মনে মনে নিয়ে গেল। মৃণালকান্তি সিংহ রায়ের গল্প 'বিসর্জন'-এর প্লট অবশ্যই অতি বাস্তব। বহু ঘরে বহু প্রবীণ মানুষ গল্পে বর্ণিত অত্যাচার সহ্য করে চলেছেন, একই পরিণতির দিকে এগোচ্ছেন। তবে গল্পটি ভাল শুরু হলেও পরে 'নিউজ' ধর্মী হয়ে উঠেছে। তাই ঠিক 'গল্প' হয়ে ওঠেনি। গল্পের শেষে মুদ্রিত আলোকচিত্রটি সম্পাদকীয় মুন্সিয়ানার এক সেরা নিদর্শন। চমকের গল্প হল আধুনিক বিবেকের গল্প। এধরনের গল্প আমরা অনেক পড়েছি ৮০/৯০-এর দশকে। '৭০ দশকের অতি বামপন্থী রাজনীতির অবসানে। চমকের কাছ থেকে আরও গভীর মননশীল লেখার প্রত্যাশী করে তুলেছে এই প্রতিবেদককে। চমকের গল্পের নাম 'চে গুয়েভারার ছবি আঁকা টি শার্ট ও সেই লোকটা।'

গল্প হিসেবে পড়ে রইল শুধু চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'লক্ষ্যভেদ'। বলতেই হবে তাঁর এই গল্পটির মাধ্যমে চিরন্তন পাঠককে দুর্দান্তভাবে 'লক্ষ্যভেদ' করতে পেরেছেন। আজকের দিনের 'নেট', 'ইউটিউব', 'ফেসবুক'-এর পটভূমিকাতেই দুই আধুনিক আধুনিকার দুষ্টুমি মাখা প্রেমের গল্পের অসাধারণ বিন্যাস। পাঠক এক নিঃশ্বাসে গল্পটি পড়বেনই পড়বেন। পাঠকের মতামত হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে জ্যোতিষ চন্দ্র বিশ্বাসের এক সুদীর্ঘ চিঠি। এটিও একটি বিশ্লেষণ ধর্মী মুখ পাঠ্য নিবন্ধ। আগের সংখ্যার মতন এই সংখ্যাতেও প্রকাশিত সব কবিতাই সুখপাঠ্য।

যোগাযোগ: ৯৯০৩৫৯৪২৫২, ৯৪৩৩৩৭৫২৫৮

অরূপ রতন

মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র: গত ১ ফেব্রুয়ারি (১৪) সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে 'কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই রিক্রিয়েশন' ক্লাবের (এন.আর.ও.) উদ্যোগে সম্পাদক শমিত দাসের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও সভাপতি কিষণলাল মুখার্জির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে চতুর্দশ বাষিক মিলনোৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। 'ক্যালকাটা কয়্যার' পরিবেশিত, প্রখ্যাত শিল্পী কল্যাণ সেন বরাট নির্দেশিত 'অদ্ভুতুড়ে ভূতের গপ্পো' নৃত্যগীতি নাট্যটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়।

অসংখ্য দর্শক অসাধারণ সুন্দর হাস্যরসাত্মক নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। করতালি দিয়ে অগণিত শিল্পীদের প্রাণবন্দ অভিনয়ের জন্য অভিনন্দন জানান। ভূত-পেতনির অবাস্তব হাসির গল্পটি দর্শকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। বাংলা ব্যান্ড 'চন্দ্রবিন্দুর' শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হন।

মেঘলা দিনে আত্মার শুশ্রূষা

জয় কর: এই ফুটপাথে, দুই দিকে দুটো তক্তা লাগানো, সস্তা টেবিল... ভালোবাসা মাখা পাতার ওপর নুন আর লেবু... তাহলেই হবেৰ বাতিল করব, তাজ হোটেলের শীতাতাপ ঘর। আজ খুব বৃষ্টির দিন, যারা রোজ এখানে আসে, তাঁরা কেউ আজ আসেনিৰ কোনওদিন আসে না যাঁরা- সেরকম এসেছে দুজন, ছেলেটির একুশ-বাইশ মেয়েটিক ঊনিশ হল?... এখানে শেডের নীচে- ছেলেটির একুশ-বাইশ, কথা সব হারিয়ে গেল, মেয়েটির শীত করছে।

একদিকে এরকম বুকের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা ভালোবাসা মাখা শান্তির মায়াময় আপছায়ায় ঘেরা পঙ্কতির পরে পঙ্কতি। অপরদিকে-

পড়শিরা সব একদিন এসে বলল আমায়, জমিটা ওদের। মাপ জোব করে বলেছিল, ওরা জমিটা ওদের, দলিল পরচা ঠিক নেই তোর, বলেছিল ওরাৰ আমার নিজের আমিন ছিল না যে মেপে বলবে, জমি সকলের।

নীলবনি টুডু গান গেয়েছিল প্রতি বুধবার বেতারে, কি ছিল সে গান- কেমন সে গান ছিল ৰ তারই কাটা হাত পড়েছিল ভোরে বড় রাস্তার ওপারে, কারা কেটেছিল জানা যায়নি, তা কেটেছিল শুধু চপারে।

এইরকম নানা ধরনের উচ্চারণ যার একটির সঙ্গে অপটির বিষয় ভাবনা ও প্রকরণগত ভিন্নতা রয়েছে। অথচ কবি দীপক রায়ের শব্দ উচ্চারণের মধ্যে একটি কিন্তু মিল রয়েছে তা হল শান্ত হৈ চৈ হীন জীবনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। অধিকাংশ মানুষ আজকের সাম্প্রদায়িক হানাহানি হিংসার তাণ্ডব,শ্লীতাহানি নিয়ে মিডিয়ার দাপাদাপির মধ্যে চান এই সব থেকে অনেক দূরে পালিয়ে গিয়ে একটি ছোট্ট নীরে দু মুঠো শাক ভাত খেয়ে শান্তির জীবন কাটাতে তাদের কাছে আত্মার শুশ্রূষা হয়ে আসবে মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট কাব্যগ্রন্থটি। মাত্র ১৪টি কবিতা রয়েছে কিন্তু যে কোনও সমালোচকই বিপদে পড়বেন কোন কবিতা ছেড়ে কোন কবিতার কথা বলব তা লিখতে গিয়ে। বিষয় ভাবনার সঙ্গে আঙ্গিক ও ছন্দের যে অনবদ্য হরগৌরী মিলন ঘটেছে তা আমাদের আপ্লুত করে বৈশাখের মধ্যাহ্নে ঝর্ণা ধারায় অবগাহনের আমেজ এনে দেয়। মেঘলা আকাশের নীচে এক মুহূর্তের জন্য যখন আশ্রয়ের দরকার হবে তখন ব্যাগ থেকে বার করে একবার চোখ বুলিয়ে নিন এমনি দিনে তাঁকে কিংবা দূরে কোথাও অথবা সিলভিয়া কবিতার লাইনগুলিতে। প্রকাশক ক্যানিং অঞ্চলের রূপকথা প্রকাশন দীর্ঘদিন থেকেই অত্যন্ত সৎভাবে কবিতা ও সাহিত্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লড়াই করছে। সেই লড়াইয়েরই অন্যতম ফসল এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থটি। সৎ সাহিত্যই গড়ে তোলে সৎ জীবন সেই লড়াই এইধরনের কাব্যগ্রন্থ আরও প্রকাশিত হোক।

আজ আকাশ মেঘলা ছিল
দীপক রায়
রূপকথা প্রকাশন
পিয়ালি, ক্যানিং
দাম ২০ টাকা

বইমেলার টুকরো খবর

ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাবের শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিবছরের মতো এবছরও ৩৮তম বইমেলায় ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাবের উদ্যোগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা'। এবার আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক স্নেহাশিস শূর, শিখা মুখার্জি এবং প্রবীন সাংবাদিক তাপস গাঙ্গুলী। আলোচনার সূচনায় স্নেহাশিস শূর গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভরূপে সংবাদমাধ্যমকে উল্লেখ করেন এবং বর্তমানে সংবাদমাধ্যমগুলির অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেন।

(বাঁদিক থেকে) রাহুল গোস্বামী, শিখা মুখার্জি, তাপস গাঙ্গুলী, হিমাংশু চ্যাটার্জি ও স্নেহাশিস শূর। ছবি ঃ অভিমন্যু দাস

তাপস গাঙ্গুলী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কর্মজীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং বর্তমানে সংবাদপত্রের কি ভূমিকা সেই সম্পর্কেও মনোগ্রাহী আলোচনা করেন। শিখা মুখার্জি বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা এবং নারী নির্যাতন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাবের পত্রিকার বইমেলা সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন শিখা মুখার্জি।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ক্লাব সভাপতি সাংবাদিক হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়।

আগামী বছর রাজনীতি নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের বইমেলা চলাকালীন তিনটি রাজনৈতিক দলের বিরাট সমাবেশের জন্য বইমেলা কিছুটা ভিড় কম হয়েছে। ওই দিনগুলিতে গাড়ি কম চলার জন্য বহু মানুষ আতঙ্কে বইমেলার মাঠে আসেননি। তাই পরের বার থেকে বইমেলা চলাকালীন শহরে বড় সমাবেশ বা মিছিল না রাখার আবেদন করেছেন রাজনৈতিক দলের কাছে গিল্ড সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছেন, এবারের বইমেলায় রাজনৈতিক দলের প্রচার নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। তাই পরের বার বিতর্ক এড়াতে বইমেলার মাঠে কি করা যাবে, কি করা যাবে না সেই সম্পর্কে কিছু নিয়মাবলী আগে থেকেই ঘোষণা করা হবে।

আগামী বছর ৩৯তম বইমেলার উদ্বোধন হবে ২৭ জানুয়ারি, মেলা শুরু হবে ২৮ জানুয়ারি, শেষ হবে ৮ ফেব্রুয়ারি। থিম কান্ট্রি কলম্বিয়া। যদি কোনও কারণে কলম্বিয়া না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে জাপান হবে থিম কান্ট্রি।

শেষ দিনে প্রচুর ছাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ দিনে সন্ধ্যা ৮টার পর দেখা গেল বহু স্টলে ৩০-৪০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে বইয়ের দামে।

মমার্তের সামনে একটি স্টলে শিশুপাঠ্য ও কুইজ জাতীয় নানা বই স্টল থেকে এনে মাঠে ঢেলে বিক্রি শুরু হয়ে গেল ৫০ টাকা পিস রেটে। বইয়ের স্টলের পাশাপাশি খাবারের স্টলগুলিতেও উপচে পড়া ভিড় ছিল রোজই। দেদার বিক্রি হয়েছে ফিস চপ, ফিস কাটলেট, রোল, চাউমিন, বিরিয়ানি, আইসক্রিম। যার মূল্য আকাশছোঁয়া। মেলার শেষ দিনে বইয়ের সঙ্গে খাবারের স্টলেও মিলেছে প্রচুর ছাড়।

ফুলের জলসায়

কলকাতা পৌরসংস্থার ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত ফুলের মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরমাতা মালা রায় ও ১০ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান দুর্গাপ্রসাদ মুখার্জি, পদ্মশ্রী সুনীল দাস এবং সরোদীয়া বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। ছবি ঃ অভিমন্যু দাস

প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ: নতুন দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সূচনা হল মুর্শিদবাদের প্রত্যন্ত এলাকায়। প্রথমটি হয়েছে ইসলামপুর থানার-১ নম্বর ব্লক এলাকায় চরবেগমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দ্বিতীয়টি হল রানিতলা থানার নির্মল তরে চরজাজিরিয়া এলাকায়। বিদ্যালয় সংসদ সভাপতি সাগির হোসেন বলেন, এই দুটি পিছিয়ে পড়া এলাকায় নেই বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং শিক্ষার সুযোগ। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে পিছিয়ে পড়া এলাকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ডোমকল মহকুমার চরবেগমপুর ও লালবাগ মহকুমার নির্মলচরে অস্থায়ী দুটি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ইতিমধ্যে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে। একজন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

উৎসবে মাতোয়ারা মুর্শিদাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর: রেল হেরিটেজ উৎসব, বইমেলা ও মিলন মেলা উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠল মধ্য ফেব্রুয়ারির জেলা শহর। কাশিমবাজার স্টেশনে ভারতীয় রেলের উদ্যোগে হল হেরিটেজ উৎসব। ভারতীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি রেলের ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে এই উৎসব জানিয়ে রেল প্রতিমন্ত্রী অধীর চৌধুরী জানালেন, পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, মেট্রোরেল ও চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ এই উৎসবে যোগ দিয়েছে।

অপরদিকে শহরের ব্যারাকস্কোয়ার ময়দানে সাতদিন ব্যাপি বইমেলা শেষ হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। ১৬০টি স্টলে এই মেলা এবার জেলার মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত সাহা ও নাট্য ব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ। অন্যদিকে স্থানীয় রবীন্দ্রসদনে নাট্য সংস্থা যুগাগ্নি-র উদ্যোগে দুই বাংলার সাংস্কৃতি মেলবন্ধন ঘটল। ৪-৬ ফ্রেব্রুয়ারি তিনদিনের সাংস্কৃতিক চক্রে ঢাকার নাটর, যশোহরের লোকগান, সুইডেনের বাক ব্রাদাসের লোকগান উৎসব মাতিয়ে তোলে।

নৌকাডুবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর: নৌকাডুবির ঘটনায় একটি ট্রাক সহ ৪০৭ পিক আপ ভ্যান জলে তলিয়ে যায় ভরতপুর থানার অন্তর্গত বাবলা নদীর লোহাদহঘাটে। ঘটনার দিন সন্ধে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওই নদীতে দুটি নৌকাকে জুড়ে তাতে ওই গাড়ি চাপিয়ে পারাপার করা হচ্ছিল। কিন্তু তীরে এসে তরী ডোবে। লোহাদহঘাটে নৌকোটি নোঙর বাধার পর গাড়ি দুটি তুলতে দিয়ে নৌকাটি ডুবে যায়। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

জোর করে হকার উচ্ছেদ নয়: অধীর

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, বহরমপুর: জোর করে হকার উচ্ছেদ করা হলে রেলের কাজ করবে না বলে জানালেন রেল প্রতিমন্ত্রী অধীর চৌধুরী। পলাশি থেকে জিয়াগঞ্জ পর্যন্ত ডবল লাইনের কাজে কোথাও বলপূর্বক হকার করা হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন রেল প্রতিমন্ত্রী। গত ৭ ফেব্রুয়ারি কাশিমবাজার স্টেশনে কম্পিউটার চালিত টিকিট কাউন্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একথা বলেন অধীরবাবু।

তিনি আরও ঘোষণা করেন, জেলার সব্জি বিক্রেতাদের সুবিধার্থে রানাঘাট-লালগোলা লোকাল ট্রেনে পৃথক ভেন্ডার কামরার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও তিনটি লালগোলা-শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আনুষ্ঠানিতভাবে ভেন্ডার যুক্ত করা হয়। কাশিবাজার হল্ট স্টেশন ছাড়াও গোরাবাজার এবং খাগড়ায় দুটি কম্পিউটার চালিত রিজার্ভেশন কাউন্টারের উদ্বোধন করেন রেল প্রতিমন্ত্রী।

মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর: মুর্শিদাবাদ জেলার মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবছর ৫৮৫ জন বাড়ল। মুর্শির্দাবাদ দেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বিমলেন্দু পান্ডে বলেন, এবছর মুর্শিদাবাদ জেলার মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মোট ১২ হাজার ৯৩৭ জন। গত বছর ছিল ১২ হাজার ৩৫২ জন। এবছর ৪.৭ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে।

সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি
জাতীয় সংহতি, প্রকৃত উন্নয়ন ও সার্বিক প্রগতি

১) মহাত্মাগান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্পে ও নির্মল ভারত অভিযান এর যৌথ সহায়তায় প্রতিটি শৌচাগারহীন বাড়িতে একটি শৌচাগার নির্মাণে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি রাজ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

২) গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের মাধ্যমে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

৩) জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের অন্তর্গত সর্বপ্রকার ভাতার দ্রুত উপভোক্তার কাছে পাঠানো সুনিশ্চিত করা গেছে।

৪) দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী অথবা আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া গৃহহীন পরিবারগুলির নিজস্ব গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি অতি দ্রুত রূপায়ণ করে চলেছে। যেমন - I) ইন্দিরা আবাস যোজনা II) নিজগৃহ নিজভূমি III) গীতাঞ্জলি IV) অধিকার V) আমার ঠিকানা ইত্যাদি প্রকল্প অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে।

৫) তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা সুনিশ্চিত করেছে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি।

৬) সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত বসবাসকারী মানুষদের কাছে নলবাহিত আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করার কাজ চলছে PHE বিভাগের সহায়তায়।

৭) সকলের জন্য শিক্ষা প্রকল্পের ২৭২৭ জন ছাত্রছাত্রী মোট ৩০টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং ৫টি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ করছে।

৮) MSDP (সংখ্যালঘু উন্নয়ন তহবিল) প্রকল্পের মাধ্যমে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য্য সুনিশ্চিত করে চলেছে।

৯) ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করেছে। এছাড়াও গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিপ্রদান এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুমৃত্যু প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।

এই ভাবেই সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের অঙ্গীকারবদ্ধ।

সভাপতি
সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি

শরীর নিয়ে কথা

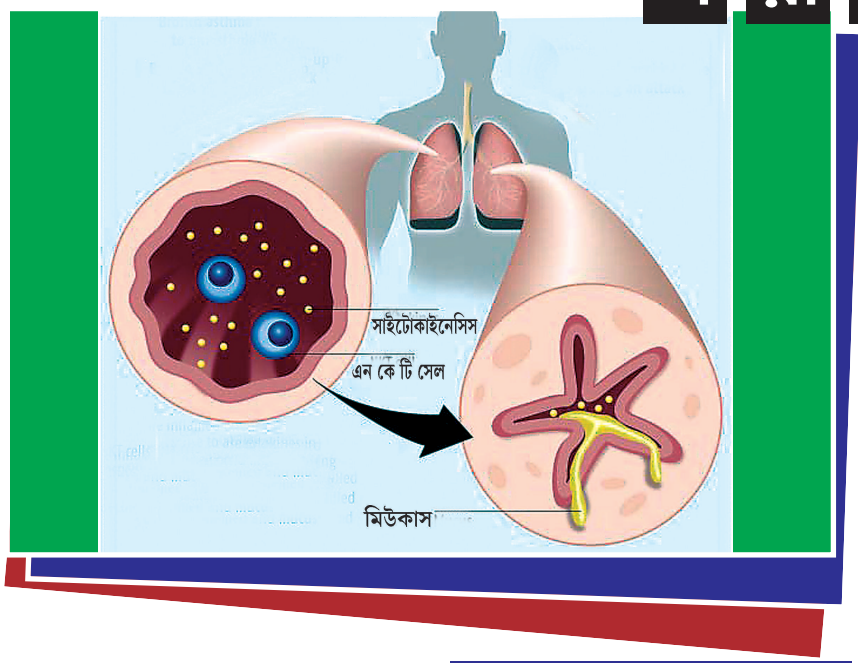

বিছানার চাদর থেকেও হাঁপানি হয়

পরিবারের কারও হাঁপানির সমস্যা না থাকলেও ঋতু পরিবর্তনের সময় শ্বাসকষ্টের সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। এর জন্যে কোন কোন কারণ দায়ী তার উত্তর দিচ্ছেন ডাঃ মনীশ প্রধান আমাদের প্রতিনিধি সঞ্জয় সরকারকে।

হাঁপানি কি ?

হাঁপানি এমন একটা রোগ যার প্রধান কারণ শ্বাসকষ্ট। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো শ্বাস-কষ্ট হাঁপানি ছাড়া আরও অনেক কারণে হতে পারে। এমনকি ফুসফুসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন অসুখেও হাঁপানি হয়।

যেমন-আমাদের ফুসফুসের ওপরের আচ্ছাদনকে প্লুরা বলে। এর ভেতরে জল জমতে পারে। জল অনেক জমলে সেখান থেকে শ্বাসকষ্টের শুরু হয়। ২) ফুসফুসে হাওয়া জমলে ফুসফুস চুপসে যায়-তার ফলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। অতএব জল বা হাওয়া দুই জমলেই শ্বাসকষ্ট হয়। ৩) টিবি যদি হয়, সেখান থেকে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। ৪) আবার যদি নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয় তার থেকেও শ্বাসকষ্ট হয়। ৫) রক্তে ইউসোনোফিল নামক একটি কোষ থাকে। সেই কোষ যদি বৃদ্ধি পায়, তবে শ্বাসকষ্ট অবশ্যম্ভাবী। ৬) রক্তে শ্বেত কণিকা বৃদ্ধি পেলে, ৭) ফুসফুস যদি আকারে বড় হয়ে যায়, তার কার্যকারিতারও বেশি হয় না (এমফাইসীমা বলে) তার ফলেও শ্বাসকষ্ট হবে। ৮) সবশেষে একটি কথা অবশ্যই বলা উচিত রক্তে চাপ বেশি হলে শ্বাসকষ্ট হয়। তাছাড়া ফুসফুসের ভেতরে যদি কোন কারণে শ্বাসপথে কোন প্রদাহ দেখা যায় বা ফুলে যায় তখন শ্বাসকষ্ট হবে। সেই সময় নাকের ড্রপ ব্যবহার করলে হাঁপানি হতে পারে। কারণ সেই ড্রপ নাকের মাধ্যমে ফুসফুসে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে। এর পরিবর্তনে স্প্রে করা ব্যবহার ভালো।

শ্বাসকষ্টের প্রকৃত কারণগুলি

আমাদের শরীরে হাওয়া প্রবেশ করার জন্য যে পথ আছে, সেটি চুলের মতো সূক্ষ্ম। যদি এই পথ কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে হাওয়া প্রবেশ করতে পারবে না। আবার যদি ঢুকতেও পারে, নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় চ্যানেলটা বড় হয়, আবার ত্যাগ করার সময় সরু হয়ে যায়, এ সময় একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। যাতে সরু হয়ে যাওয়া পথকে আটকানো যায়। তার জন্য কিছু ওষুধ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ওষুধের ব্যবহার

অ্যামাইনোফাইলাইন। এই ওষুধটি আমাদের শ্বাসপথকে বড় রাখার চেষ্টা করে। এফিড্রিন খেলে আমাদের শ্বাসকষ্ট প্রশমিত হয়। কারণ এই ওষুধটি আমাদের শ্বাসপথ বড় রাখে। ফলে বায়ু চলাচল ঠিকভাবে হয়। সেই সঙ্গে এই ওষুধটি সম্পর্কে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। যেমন-ঘুম না হওয়া, অস্বস্তি হওয়া ইত্যাদি। এরপরে গত দশকে এলো সোডিয়াম ক্রমোগ্লাইকেট। এটি নাকের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। কারণ হাঁপানি তৈরি করার জন্য যে দানাগুলি আছে, সেগুলি মাস কোষ থেকে বেরিয়ে এস শ্বাসপথকে সরু করে দেয়। মাস কোষকে যদি আটকাতে পারি তা হলে দানাগুলি বেরোবে না। আর শ্বাসকষ্টও হবে না। এরপর স্টেরয়ডে জাতীয় ওষুধ পাওয়া গেল। কার্যকারিতা ভাল হলে এরও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। যেমন ডায়াবেটিস , আলসার টিবি, উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। সেক্ষেত্রে 'ডোজে'র পরিমাণ সব সময় ঠিক রাখতে হবে। ৭০-এর দশকে এল ter-buttilne sarbuta-mol এই সময় দেখা গেল, সেই ওষুধগুলি খুব ভলো কাজ দিল। আর যদি রোগীর ইনফেকশন থাকে, তাহলে তাকে আগে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় বা রক্ত পরীক্ষা করতে হয়। যদি রোগীর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হয়, তখন তাকে শিরাপথে গ্লুকোজ দিতে হবে।

লাংস ফাংশন টেস্ট

শ্বাসকষ্ট হলেই অনেকেই মনে করেন ফুসফুস কি অবস্থায় আছে, তার পরীক্ষা করা দরকার। কিন্তু মোটেও তার দরকার হয় না। লাংস ফাংশন টেস্ট তাদেরই করা উচিত। যাদের কোনও বড় ধরনের অপারেশন হবে, তার আগে এই টেস্ট তাদেরই করা উচিত। যাদের কোনও বড় ধরনের অপারেশন হবে, তার আগে এই টেস্ট করা হয়। কারণ তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় রোগী সেই উক্ত অপারেশনটি সহ্য করতে পারবে কিনা।

কি করবেন, কি করবেন না

প্রতিদিন বিছানার চাদর বদলানো উচিত। কারণ বিছানার চাদরে এক ধরনের পোকা জন্মায়। অতি সুক্ষ্ম হয়। খালি চোখে দেখা যায় না। এই পোকাদের 'মাইট' বলে। প্রতিদিন চাদর পরিবর্তন করলে দিন হাঁপানি রোগীর অসুখ কম থাকে।

মশার ধূপ

ঘরে মশার ধূপ বা এই জাতীয় কোনও লিকুইড ব্যবহার করবেন না।

ধূমপান

ধূমপান করার ফলে ফুসফুসের অ্যালভিউলার কোষগুলিতে অক্সিজেন যুক্ত বাতাস জমতে পারে না। ফুসফুসের কর্মক্ষমতা ক্রমেই কমতে থাকে। তখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। হাঁপানি থেকে শুরু করে নানারকম সমস্যা ক্রনিক অ্যাজমা, শ্বাসজনিত সমস্যা বেড়ে যায়। ধূমপান ও ধূমপান করা ব্যক্তির থেকে এড়িয়ে চলা উচিত।

পোশাক

নাইলনের পোশাক ব্যবহার করা উচিত নয়। এই পোশাক ত্বকের সংস্পর্শে এলার্জির সৃষ্টি করে।

ঋতু পরিবর্তন

সিজন চেঞ্জের সময়, বিশেষত বর্ষার শুরু ও শেষ এবং শীতের শুরু ও শেষে হাঁপানি বেশি হয়। কারণ এই সময় বাতাস খুব ভারি থাকে। ফলে ধূলো-বালি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেশি উঠতে পারে না। নিম্নস্থ ধূলিকণা শ্বাসপথে ঢুকে এলার্জির সৃষ্টি করে থাকে।

গর্ভবতী মহিলা

গর্ভবতী মহিলাকে স্টেরয়েড দেওয়া উচিত নয়।

ইনহেলার

বাচ্চাদের কখনই ইনহেলার দেওয়া উচিত নয়। কারণ তার ফলে মুখের ভিতরে ফাঙ্গাস হতে পারে। ইনহেলারের পরিবর্তে বাচ্চাকে সিরাপ দেওয়া উচিত।

এর ফলে ৯০-৯৫ শতাংশ বাচ্চা সুস্থ হয়ে যায়। যাদের লাংস একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে (বয়স্কদের ক্ষেত্রে) তাঁরাই একমাত্র ইনহেলার ব্যবহার করবেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই রোগকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসছি। সেইসব দিকগুলো একটু সজাগ থাকলে রোগ বা জীবাণুকে সহজেই ক্লিন বোল্ড করতে পারি।

ডায়াল করুন এই নম্বরে

হাসপাতালের নম্বর

এসএসকেএম-২২০৪ ১১০০
আরএন টেগর-২৪৩৬৪০০০
এনআরএস-২২৬৫২২১৪
রামকৃষ্ণমিশন সেবা প্রতিষ্ঠান-২৪৭৫৩৬৩৬-৯
ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ-২২৮৯৭১২২-২৩
মেডিকেল কলেজ-২২৪১৪৯০১
আরজিকর-২৫৫৫৭৬৭৫
বাঙ্গুর-২৪৭৩৩৩৫৪
শম্ভুনাথ পণ্ডিত-২৩০২২৮০০
পিয়ারলেস-২৪৬২২৩৯৪
নাইটিঙ্গেল-২২৮২৭৪৬২
শুশ্রুত-২৩৫৮০২০১
রুবি জেনারেল-৩৯৮৭১৮০০
বিএম বিড়লা-২৪৫৬৭৮৯০
অ্যাপেলো গ্লেনিগালস-২৩২০২১২২
বিপি পোদ্দার-২৪৪৫৮৯০১
ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক-২৬৪৪৫৫১৬

অ্যাম্বুলেন্স

লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
রানি রাসমনি মিশন ২৪৩১৯৮৮৫
চেতলা বস্তি উন্নয়ন ২৪৪৯০২৮৬
ডঃ বিধানরায় মেমোরিয়াল-২৫৭৪৯৭৩৮
দিগন্ত-২৪৭৪৫৪৫৫
মেডিকেল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
মাতৃসঙ্ঘ জনকল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
তালতলা পিপি-২২৬৫-৩২৩৯
রাতের ওষুধ এবং অক্সিজেন
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যালকাটা ব্যুরো-২৪৮৪৪৩২২

ল্যান্ডফোনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নম্বরের আগে ০৩৩ বসবে।

বাস্তুশাস্ত্র

বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী কি কি করলে সমস্যার সমাধান হতে পারে :

১)প্রতিটি বাড়িতে একটি করে পুজোর ঘর থাকা আবশ্যিক।
২) কোনও জলের পাত্রের কাছে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানো উচিত।
৩) কোনও বাড়িতে ক্যাক্টাস রাখা বা তৈরি করা উচিত নয়।
৪) বাড়ির দক্ষিণ পূর্বদিকে কখনই হনুমানজীর মূর্তি রাখা উচিত নয়। এর ফলে বাড়িতে আগুন লাগার ভয় থাকে।
৫) বাড়ির ভিতরের দরজাগুলি যতক্ষণ সম্ভব খুলে রাখা উচিত যাতে করে 'এনার্জি' সঞ্চারিত হয়।
৬) এমন দরজা রাখা উচিত নয় যা সব সময় আওয়াজ করে।
৭)ঘরের মধ্যে কোনও বিমের তলায় বিছানা রাখা উচিত নয়।
৮)ঘরের সিলিং-এ পাঁচটি কোণ থাকা উচিত নয়।
৯) ঘরের উত্তর-পূর্ব দিক খোলা রাখার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।
১০) বাথরুমের মুখ থাকা উচিত উত্তর-দক্ষিণ দিকে।

বাস্তুর নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা : বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে

ষোলো পাতার পর

বোঝাপড়া যদি ভাল তৈরি না হয় তাহলে সাফল্য আসতে পারে না।

বিদেশ বোস: মরশুমের শুরুতেই দলগঠন ঠিকমতো হয়নি। ক্লাব কর্তারা যে কোনও কারণেই হোক সঠিকভাবে দল নির্বাচন করে উঠতে পারেনি। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব হল ট্রফি নির্ভরশীল ক্লাব।গত চারবছর ধরে ক্লাবে কোনও ট্রফি নেই ঠিক কথা। প্রতিবারই দল গঠনের পরে অনেক ত্রুটি দেখা গিয়েছে। আসলে খেলোয়াড় নির্বাচনের সময় খেলোয়াড়ের ধারাবাহিকতার বিষয়টা ঠিকমতো কর্তারা দেখেন না। আইলিগে এবছর যারা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ভাল খেলে তাদেরই পরের বছর মোহনবাগান সই করায়। কিন্তু কখনই খেলোয়াড়ের ধারাবাহিকতার দিকে নজর দেওয়া হয় না বা তার চোট আছে কিনা সেই সম্পর্কেও কোনও খোঁজখবর নেওয়া হয় না। এমনকী প্রি-সিজন ক্যাম্পেও অনেক সময় খেলোয়াড় দেরি করে আসলে তাকে সেইভাবে কিছু বলা হয় না। যার জ্বলন্ত উদাহরণ হল ওডাফা। খেলোয়াড়দের মধ্যে সেই আন্তরিকতার বড় অভাব রয়েছে। আমাদের সময় যেটা ছিল না। আমাদের কাছে বহু সময় সদস্যরা ক্লাবের ব্যর্থতা নিয়ে হা-হুতাশ করে। আমরা তাদের সেন্টিমেন্টটা বুঝি। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। কারণ, খেলোয়াড় নির্বাচন তো আমরা করব না।

অলোক মুখার্জি: এবার মোহনবাগান দলের বিদেশি নির্বাচন একেবারেই সঠিক হয়নি। মরশুমের শুরুতে এক বিদেশিকে নেওয়া হয়েছিল তাঁকে কয়েকটা ম্যাচের পর বাতিল করা হল। কাটসুমি বিরাট কিছু বড় প্লেয়ার নন। ওডাফা চোট লুকিয়ে এবছরে দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রি-সিজন ক্যাম্প ঠিকমতো করেনি। ফলে মরশুম শুরুর অল্পকিছুদিনের মধ্যেই তার পুরনো চোট আবার দেখা দেয়। টিমে বিদেশিরা একটা বড় ফ্যাক্টর। তারাই যদি ঠিকমতো খেলতে না পারে তাহলে দল সাফল্য পাবে কীভাবে। যারফলে প্রতিটি টুর্নামেন্টেই মোহনবাগান ব্যর্থ হচ্ছে। ক্লাব কর্তারাও ক্লাবে নিয়মিত আসেন না, ফলে টিম সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ ধারণাও নেই।

সমাধান কি?

গৌতম সরকার: এখন থেকেই আগামী বছরের জন্য সঠিক খেলোয়াড় নির্বাচন করতে হবে। তরুণ খেলোয়াড় তুলে আনতে হবে। বিদেশী নির্বাচনও সঠিক করতে হবে। কোচকে আরও কঠোর হতে হবে। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতোন একজন দক্ষ খেলোয়াড়কে খুঁজে বের করতে হবে।

শিবাজী ব্যানার্জি: আজকাল মোহনবাগানের এই করুণ দুর্দশা দেখে আমাদের প্রাক্তনদের ক্লাবের হাল ধরার কথা বলেন। কিন্তু সেটা কখনও সম্ভবপর নয়। প্রশাসন চালাতে গেলে একটা প্রশাসনিক দক্ষতার প্রয়োজন আছে। আমরা সব প্রাক্তনরাই ভাল প্রশাসন চালাতে পারব না। আমরা হয়ত ভাল টিম নির্বাচন করে দিতে পারব। তাই যেসব প্রাক্তনদের প্রশাসন চালানোর অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে ক্লাব প্রশাসনে নিয়ে আসা দরকার। আমি বর্তমান প্রশাসনকে সরে যেতে বলব না। তারাও থাকুক। উভয় মিলে আলোচনা করে একটা ভাল দল যাতে হয় সেটা দেখা দরকার। তাহলেই আর এই ব্যর্থতাটা আসবে না।

বিদেশ বোস: বর্তমান ক্লাব কর্তাদের ক্লাবের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হতে হবে। প্রথমসারির কর্তাদের নিয়মিত মাঠে আসতে হবে। এখন থেকেই আগামী মরশুমের জন্য ধারাবাহিকতা দেখে সঠিক খেলোয়াড় নির্বাচন করতে হবে।

অলোক মুখার্জি: এখন থেকেই আগামী মরশুমের জন্য ভাল উন্নত মানের বিদেশি নির্বাচন করতে হবে। পাশাপাশি ভাল ভারতীয় খেলোয়াড়ও নির্বাচন করতে হবে।

করিমকে কি সরানো উচিত?

গৌতম সরকার: সেটা সময় বলবে। কোচ হচ্ছেন অভিভাবক। তাঁকে খেলোয়াড়রা সমীহ করে চলবে। কোচকেও খেলোয়াড়দের সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে হবে। এই মুহূর্তে যেটা মোহনবাগান টিমে বড় অভাব।

শিবাজী ব্যানার্জি: করিমের কিছু করার নেই। সঠিক দল নির্বাচন না হলে কোচের কিছু করার থাকে না। ওডাফা প্রি-সিজন ঠিকমতো ট্রেনিং নেননি।

বিদেশ বোস: কোচ পরিবর্তনে কোনও সমাধান হবে না। দল নির্বাচনটাই হল মূল বিষয়। বিদেশি কোচের সত্যিই কি কোনও দরকার আছে। আমাদের দেশের কোচেরা বিদেশি কোচেদের থেকে কোনও অংশে কম নন।

অলোক মুখার্জি: এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। বিদেশি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোচের ভূমিকা রয়েছে। বাবলুদা ও প্রশান্ত ঠিকইতো ছিল। তাদের ফিরিয়ে আনলেই মনে হয় ভাল হবে।

ওডাফাকে কি সরানো উচিত?

গৌতম সরকার: উচিত মানে? তাঁর নিজে থেকেই সরে যাওয়া উচিত। ওডাফা সম্পূর্ণ ফিট নয়। চোট লুকিয়েই মরসুমের শুরু থেকে খেলছে। সারা মরশুমে তার থেকে মোহনবাগান সেই অর্থে কোনও সার্ভিস পায়নি। ফুটবল কোনও একক ব্যক্তির খেলা নয়। একটা সময়ের পর সবাইকেই খেলা ছেড়ে দিতে হয়। ওডাফার আর নতুন করে কিছু দেওয়ার নেই।

শিবাজী ব্যানার্জি: অবশ্যই সরানো উচিত। ওডাফার আর নতুন কিছু দেওয়ার নেই। যা চোট রয়েছে তা থেকে মুক্ত হয়ে আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে।

বিদেশ বোস: ওডাফার যথেষ্ট চোট রয়েছে।

একসময় বড় খেলোয়াড় ছিল, এখন অতীত। কর্তাদের পাত্তা দেয় না। সাধনা না থাকলে বড় খেলোয়াড় হওয়া যায় না। ওডাফার মধ্যে এখন আর খেলার প্রতি আগ্রহটা নেই। তাই অবিলম্বে ওডাফাকে সরানো উচিত।

অলোক মুখার্জি: ওডাফার ফিট হতে সময় লাগবে। ওঁর মতন ভয়ঙ্কর খেলোয়াড় ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিদেশি আর একজনও নেই। কিন্তু আনফিট ওডাফাকে দলে রাখলে দলেরই ক্ষতি হবে।

শব্দের খাঁচা-১

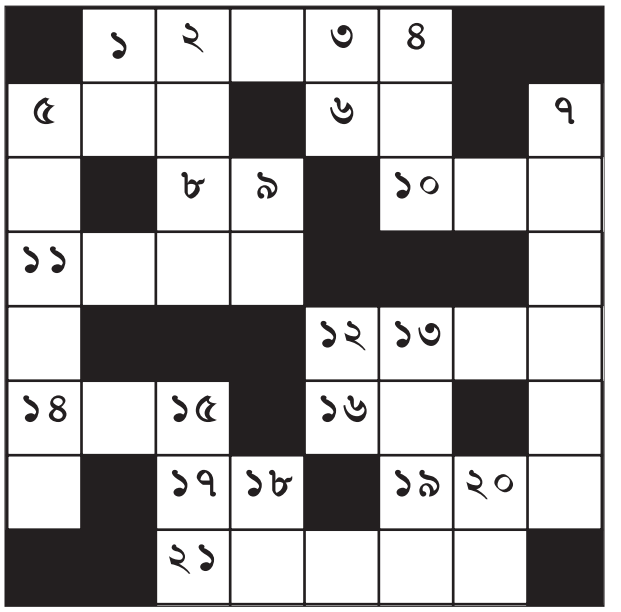

পাশাপাশি

১) কলে-কৌশলে, যেকোনও উপায়ে।
৫) মাছ-মাংসের তৈরি ব্যঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণ।
৬) বিধবাবিবাহ।
৮) দংশনকারী ছোটপতঙ্গ
১০) পাণ্ডবরা যেখানে একবছর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন।
১১)যুদ্ধজাহাজ।
১২) শিশির।
১৪) শস্য মাপার পাত্র।
১৬)ইতালির মুদ্রা।
১৭)মাটির তৈরি হাঁড়ি কলসির ঢাকনি।
১৫)সরষে গুঁড়োর ঝোল।
১৯)তামা, দস্তা ও রাং মিশ্রিত নিকৃষ্ট কাঁসা।
২১)বাঙালি হিন্দুজাতির অন্তর্গত নয়টি শ্রেণি।

উপরনিচ

১) যে ভাষায় বুদ্ধদেবের উপদেশ রক্ষিত আছে।
২)ইসলামি মতে সমাধি থেকে মৃতের পুনরুত্থান।
৩) ন্যাকড়া
৪) ছোট থালা
৫)শ্রীরামকৃষ্ণের পৈতৃক বাসস্থান।
৭)নোবেলজয়ী (১৯৭০) নরওয়ের লেখক যাঁর অন্যতম বিখ্যাত রচনা 'হাঙ্গার'।
৯)শুকের পত্নী, পাশার গুটি।
১২) ধানের পরিমাণ।
১৩) আশীর্বাদ ও অভয়দানের মুদ্রা।
১৮)মাতগুড়।
২০) আরব্য উপন্যাসের কাল্পনিক পাখি।

নির্মাণ : কুন্দনলাল শ্যাম

চোর চোর খেলাটাই স্বাভাবিক

ষোলো পাতার পর

আইপিএল অ্যাক্রিডেশন কার্ডে পরিষ্কার লেখা ছিল তিনি চেন্নাই সুপারকিংসের টিম প্রিন্সিপাল। নিজস্ব টুইটার হ্যান্ডেলে নিজেকে সেই পরিচয় দিয়েছিলেন। বিতর্ক বাধার পর সেই অ্যাকাউন্ট উড়িয়ে দেন, কিন্তু তিনি ধরা পড়ে যান। মাঠে উপস্থিত প্রত্যেকটি ব্যক্তিই দেখেছেন মৈয়াপ্পান দলের প্র্যাক্টিসে থাকতেন, মাঠের বাইরে দলের ডাগআউটে উঠে বসতেন, এমনকী নিলামের টেবিলেও ছিলেন। গোল্ড পাস, ব্লু পাস সবকিছু তার জন্য তোলা হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেটের এই মুহূর্তে হর্তাকর্তা বিধাতা শ্রীনিবাসন যে কতটা অসততার সঙ্গে জড়িত তা ব্যাখার অতীত। যে ম্যাচ নিয়ে প্রবল সন্দেহ দেখা দিয়েছে গত আইপিএলে ১২ মে সেই ম্যাচটি ছিল রাজস্থান রয়ালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস। রাজস্থান টিমে কর্তা রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পা শেট্টি'র বিরুদ্ধে বিশদ তদন্তের সুপারিশ করেছেন মুদগল কমিশন।

আইপিএল নিয়ে বিতর্ক এবং তদন্ত শুরু হওয়ার পরেও শ্রীনিবাসন বিরোধীদের ওভার বাউন্ডারী মেরে ভারতীয় ক্রিকেটে একছত্র অধিপতি হয়েছিলেন। সামগ্রিকভাবে আমাদের ক্রিকেট সংগঠন পুরোপুরি অপেশাদার আবহে চলে বলেই এধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব। প্রাক্তন আইসিসি প্রধান এহসান মানি শ্রীনিবাসনের বিরুদ্ধে বেশকিছুদিন ধরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লড়াই সংগঠন করছেন। তিনি নৈতিকতার ব্যাপারে উচিত অনুচিতের কথা নির্দেশ করছেন। কিন্তু সমস্যা হল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এমনকী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থারও আইন এতটাই নড়বড়ে যে দুর্নীতি বা অনিয়মের একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও যে কেউ সংস্থার প্রধান হয়ে ছড়ি ঘোরাতে পারেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি অথবা ফুটবল ফেডারেশন ফিফা কিংবা অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলির মতো ক্রিকেটে এখনও অবধি পেশাদারী নিয়মবদ্ধ কর্পোরেট আবহাওয়া আসেনি। অথচ উপমহাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়ায় জনপ্রিয়তার খাতিরে কোটি কোটি টাকা উঠছে ক্রিকেট সার্কিটে। স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতির পাঁকে খেলা যতই কলঙ্কিত হোক না কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার মতো কারোর ক্ষমতা নেই। আপাদমস্তক অভিযোগের জালে জর্জরিত শ্রীনিবাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কদিন আগেই অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড ক্রিকেট সংস্থা যেভাবে অন্য দেশগুলির ওপর ফ্যাসিবাদী কায়দায় নিয়ন্ত্রণ চালানোর জন্যে বেশকিছু বিধি প্রণয়ন করেছে তা অন্য কোনও খেলার সার্কিটে অস্বাভাবিক হলেও ক্রিকেটে অস্বাভাবিক নয়।

তাই দেশের পাটা উইকেটে বিপক্ষকে বদ করে আর বিদেশের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েও ভারতীয় অধিনায়ক মাথা উঁচিয়ে সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে চলাফেরা করতে পারেন।

অপরদিকে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলেও একজন মানুষ ক্রিকেটের সর্বময় কর্তা থেকে যেতে পারেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা যেতেই পারে কে কাকে সরাবেন। তাঁর যাঁরা বিরোধী তাঁদেরও তো কণ্ঠ অবধি দুর্নীতির সরোবরে নিমজ্জিত।

দায়বদ্ধতার অভাবেই বিপর্যয় ইস্টবেঙ্গলের

ষোলো পাতার পর

অজুহাত তোলা হয়। কোটি কোটি টাকা খেলোয়াড়রা নেওয়ার পর যদি বাজে খেলে সেক্ষেত্রে কোচ বা কর্তারা দায়ি নয়। মাঠে নেমে খেলোয়াড়দেরই ভাল খেলতে হবে। শিল্ডের সেমিফাইনালে বাংলাদেশের টিমের কাছে যেভাবে আত্মসমর্পণ করেছে তা দেখে সত্যিই লজ্জা হচ্ছিল। গোটা টিমটার মধ্যে কোনও বোঝাপড়ার লক্ষণ দেখতে পেলাম না। খেলোয়াড়দের দেখে মনে হল তারা খুব আনফিট। খেলার প্রতি তাদের কোনও মোটিভেশন খুঁজে পাওয়া যায়নি। খেলোয়াড়দের এই জঘন্য পারফরমেন্সের পর স্বভাবতই খেলার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। এইরকম খেলার ধারা বজায় থাকলে এবারও হয়ত আইলিগ অধরা থেকে যাবে।'

ইস্টবেঙ্গলের এই জঘন্য পারফরম্যান্স প্রসঙ্গে অতীতের আর এক দিকপাল ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি মনে করছেন, 'আসলে টিমটা চোট আঘাত জনিত কারণের জন্যই এইরকম জঘন্য পারফরমেন্স করেছে। প্রথম একাদশের প্রধান কয়েকজন খেলোয়াড় যদি চোট আঘাতজনিত সমস্যায় খেলতে না পারে তাহলে তার একটা প্রভাব দলের ওপর অবশ্যই পড়বে। এর সঙ্গে কোচের কিছু মন্তব্যের প্রভাব খেলোয়াড়দের মধ্যে পড়েছে। শিল্ড শুরুর আগেই কোচকে বলতে শোনা গিয়েছে তার কাছে শিল্ডের কোনও গুরুত্ব নেই। তিনি শিল্ডের থেকে আইলিগকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই ধরনের মন্তব্য খেলোয়াড়দের মানসিকতার ক্ষেত্রে একটা প্রভাব ফেলেছে। কোচই টিমের খেলোয়াড়দের মোটিভেট করে তোলেন। এখানে ঠিক তার উল্টোটা হয়েছে। টিমের রক্ষণের সঙ্গে মাঝমাঠ এবং ফরোয়ার্ডের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া তৈরি হয়নি। বাংলাদেশের টিমের ফরোয়ার্ড লাইনের তিন দীর্ঘকায় খেলোয়াড়ের পাশে ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সের ছেলেরা একদমই দাঁড়াতে পারেনি। তাই অতি অনায়াসেই ৩-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে পেরেছেন। টিম ফরমেশনও ঠিক না হওয়া ব্যর্থতার একটি কারণ। ফেডারেশনের প্রথম ম্যাচে ড্র এবং দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে যাওয়ায় টিমের মনোবলে একটা চিড় ধরেছিল। ফলে ফেডারেশন থেকেও ইস্টবেঙ্গল বিদায় নিয়েছিল। আইলিগের ভাল পারফরমেন্সের জন্য প্রয়োজন চোটমুক্ত খেলোয়াড়। তবেই আইলিগে কিছু ভাল ফল আশা করা যাবে।'

আইএফএ শিল্ড থেকে বিদায় নেওয়ার প্রসঙ্গে অতীতের দিকপাল ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য মনে করছেন, গ্রুপ পর্যায়ে ইস্টবেঙ্গল খুব একটা খারাপ খেলেনি। কিন্তু সেমিফাইনালে বাংলাদেশের টিমটাকে খুব হালকা ভাবে নিয়েছিল। ফলে টিমের মধ্যে একটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম থেকেই তারা মানসিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে ছিল এবং টেকনিক্যালিও পিছিয়ে ছিল। ফিটনেসগত দিক থেকেও বাংলাদেশের টিমটা ইস্টবেঙ্গলের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। টিমের মধ্যে একটা প্রচণ্ড গতি ছিল।

বাংলাদেশের তিন বিদেশি দারুণ খেলেছেন। সেই দিক দিয়ে ইস্টবেঙ্গলের মোগা এবং চিডিকে সেই ভাবে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের টিমের শক্তি এবং গতির কাছে ইস্টবেঙ্গল আত্মসমর্পণ করেছে। ফেডকাপে ইস্টবেঙ্গল নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারেনি। দলের চোট আঘাতও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইলিগের বাকি খেলার আগে এই দুটি টুর্নামেন্টের ব্যর্থতা অবশ্যই একটা চিন্তার বিষয়।'

ভারতীয় ফুটবল ও ক্রিকেটে কলঙ্কিত অধ্যায়

সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে

কলকাতা লিগ, ফেডারেশন কাপের পর আইএফ শিল্ডে আবার ব্যর্থ মোহনবাগান। গত চার বছর ধরে ক্লাবে কোনও ট্রফি নেই। এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে চার প্রাক্তন মোহনবাগানী গৌতম সরকার, শিবাজী ব্যানার্জি, বিদেশ বসু এবং অলোক মুখার্জির বিশ্লেষণ শুনলেন অভি দাস।

মোহনবাগানের সমস্যা কোথায়

গৌতম সরকার: মোহনবাগানের প্রধান সমস্যা হল দলগঠন, পরিচালনায় অদক্ষতা এবং সঠিক খেলোয়াড় নির্বাচনের ব্যর্থতা। একটি টিম তখনই ভাল খেলবে যখন পরিচালন ব্যবস্থা, দলগঠন এবং কান্ডারি নির্বাচন সঠিকভাবে হবে এর সঙ্গে অবশ্যই লাক ফ্যাক্টারও কাজ করে। তবেই সাফল্য আসবে। যেগুলোর কোনওটাই এই মুহূর্তে মোহনবাগান দলের মধ্যে নেই। প্রতিটি পজিশনে কোনও দক্ষ খেলোয়াড় নেই। যারা আছে তাদের দিয়ে বিরাট কিছু সাফল্য আসা করা যায় না। বিদেশিরা এ বছর মোহনবাগানকে সাংঘাতিকভাবে ডুবিয়েছে। ক্লাব কর্তারা ঠিক মতোন ক্লাব পরিচালনা করতে ব্যর্থ। তার ফলস্বরূপ এই রেজাল্ট। একটি বিভাগের সঙ্গে আর একটি বিভাগের কোনও যোগাযোগ নেই। অধিকাংশ সময় ক্লাবের প্রধানসারীর কর্তারা মাঠে আসেন না। তাঁরা জানেন না ক্লাবের খুঁটিনাটি বিষয়। মোহনবাগানের ব্যর্থতার পিছনে এই কারণগুলি হল সবথেকে বড় কারণ।

শিবাজী ব্যানার্জি: ক্লাব কর্তারা ভাল টিমই তৈরি করতে পারেননি। টিম তৈরির সময় খেলোয়াড়ের ধারাবাহিকতা আগে দেখা দরকার। যেটা মোহনবাগান কর্তারা কখনই করেননি। ওডাফা চোট লুকিয়ে এবছর খেলছে। মরশুমের শুরুতে প্রি-সিজন কন্ডিশনাল ক্যাম্পে প্রথম থেকে ওডাফা যোগ দেয়নি। যার ফলে ওডাফা বার বার চোট পাচ্ছে। ওডাফা ছাড়া দলে আর কোনও গোল করার মতো লোক নেই। ক্লাব কর্তারা নিয়মিত ক্লাবে আসেন না। ফলে তাদের কাছে খেলোয়াড় সম্পর্কে কোনও স্বচ্ছ ধারণাও নেই। ওডাফাকে বড্ড বেশি মাথায় তুলে দেওয়া হয়েছে। ফুটবল কোনও একক ব্যক্তির খেলা নয়। দলের সবার মধ্যে যদি পারস্পরিক

এরপর পনেরো পাতায়

প্রকৃত পেশাদারিত্ব'র অভাবে এই চোর চোর খেলাটাই স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: একজন সাত বছর অধিনায়ক থেকে এখনও নাকি শিখছেন। অথচ কিছুদিন আগেই তাঁকে বলা হচ্ছিল ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক। কিন্তু এই মুহূর্তে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যাচ্ছে দেশের বাইরে অধিনায়ক রূপে তাঁর পারফরমেন্স সবথেকে খারাপ। অপরজনের বিরুদ্ধে একের পর এক বেআইনি কাজকর্মের অভিযোগ উঠে আসছে কিন্তু নির্লিপ্তভাবে আইনি কায়দায় তিনি নিজের আসলে অটল থেকে যাচ্ছেন। এমনকী রাজনীতির বিচিত্র পাশা খেলায় তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলেরও চেয়ারম্যান হতে চলেছেন। অর্থাৎ যাঁরাই রক্ষক তাঁরাই ভক্ষক। আন্তর্জাতিক মহলে এ একমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটেই সম্ভব। এমন একটি টিমের বিরুদ্ধে আইপিএলে ব্যাটিং ও ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠেছে সেটি আদতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড প্রেসিডেন্ট নারায়ণ স্বামী শ্রীনিবাসনের টিম। এবং তার অধিনায়ক আবার স্বয়ং ভারতীয় অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। যে মানুষটির বিরুদ্ধে ব্যাটিং ও স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠেছে এমনকী, আইপিএল কেলেঙ্কারি তদন্তের উদ্দেশ্যে গঠিত মুদগল কমিটির রিপোর্টে বলা হচ্ছে এই মানুষটি ব্যাটিংয়ে এবং টিমের খবর আদানপ্রদানে অবশ্যই জড়িত ছিল। সেই মানুষটি হলেন গুরুনাথ মৈয়াপ্পান। ব্যক্তিগত পরিচিতিতে যিনি শ্রীনিবাসনের জামাই। মৈয়াপ্পানের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ উঠেছিল, তখন শ্রীনিবাসন সমর্থকরা বলেছিলেন জামাইয়ের অপরাধে শ্বশুরকে কেন জড়ানো হচ্ছে। যখন বলা হল মৈয়াপ্পান চেন্নাই সুপার কিংস দলের অন্যতম পরিচালক কর্তা তখন শ্রীনিবাসন তদন্তের সময় বিচারপতিদের কাছে নিজেই জানিয়েছিলেন ও দলের কেউ নয় শুধুমাত্র সিএসকে'র সমর্থক। যার যাতায়াত আছে দলের ড্রেসিংরুমে। এমনকী, ধোনিও একই কথা আওড়েছিলেন। অথচ সংবাদে প্রকাশ মৈয়াপ্পানের

এরপর পনেরো পাতায়

কে কাকে সরাবেন! তাঁর যাঁরা বিরোধী তাঁরাও আকণ্ঠ দুর্নীতির সরোবরে নিমজ্জিত।

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পেশাদারিত্বের দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশের ফুটবল

একান্ত সাক্ষাৎকারে ধানমন্ডির ম্যানেজার

অভিমন্যু দাস

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের ছেলের নামে তৈরি 'শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব' ঐতিহ্যশালী আইএফএ শিল্ডে প্রথম খেলতে এসে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে এক নতুন নজির সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের কোনও টিম আজ পর্যন্ত পর পর দুটি ম্যাচে কলকাতার বড় ক্লাবকে হারাতে পারেনি। ম্যাচের পরদিন হোটেলে বসে উচ্ছ্বাস শোনা গেল ক্লাবের ম্যানেজার আব্দুল গফফরের কণ্ঠে। ধানমন্ডি ঢাকার একটি নামি অঞ্চল। এখানে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি। আর ধানমন্ডির মাঠেই খেলতেন জামাল। ওঁর স্মৃতিকে সম্মান জানাতেই ধানমন্ডি ক্লাবের নামের আগে জোড়া হয়েছে শেখ জামালের নাম। বঙ্গবন্ধু নিজেও ফুটবলকে খুব ভালবাসতেন। ফুটবল

উল্লাসরত ধানমন্ডির ফুটবলাররা। (ইনসেটে) আব্দুল গফফর

এরপর ন'য়ের পাতায়

ফুটবলারদের দায়বদ্ধতার অভাবে

গোহারান হার ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশের ধানমন্ডি ক্লাবের কাছে সেমিফাইনালে ৩-০ গোলে এবারের মত শিল্ড থেকে বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গল। পর পর দুটি টুর্নামেন্টেই ইস্টবেঙ্গল ব্যর্থ। ফেডারেশনের গ্রুপ পর্যায়ের খেলা থেকে বিদায় নিয়েছিল। ডার্বি ম্যাচে পরাজয়ের পর থেকে ইস্টবেঙ্গলের খারাপ সময়ের সূচনা শুরু। ঠিক কি কারণে পর পর দু'দুটি সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে ব্যর্থ, এ প্রসঙ্গে অতীতের বিখ্যাত ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী মনে করছেন, 'দুটি টুর্নামেন্টই অত্যন্ত জঘন্য খেলেছে। ইস্টবেঙ্গলের মতো টিমকে এত বাজে খেলতে সাম্প্রতিককালে কখনই দেখিনি। অনেকে ডার্বি ম্যাচের হারের প্রভাব বলে অনেক কথা বলছেন। আমি তা মানতে পারছি না। মাঠে নেমে খেলোয়াড়দের ভাল খেলতে হবে। সেই কাজটাই খেলোয়াড়রা করতে পারছে না। সেখানে কোচের কিছু করার নেই। বাজে খেলে হেরে গেলে তখন নানারকম

এরপর পনেরো পাতায়

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Jayanta Choudhury. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।